চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 28 October, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১১ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আনলক ৫.০ দিশা নির্দেশ সম্প্রসারিত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত

করোনা এখনো নির্মূল হয়নি, দেশকে সতর্ক করলেন হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.)।। আনলক ৫.০ দিশা নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশজুড়ে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে। এতে নতুন করে কোনো নতুন নির্দেশ চাপানো হয়নি ।আগের মতই কনটেনমেন্ট জোনগুলিতে লকডাউন জারি থাকবে। করোনা নির্মূল করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

করোনা নির্মূলের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে জনআন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তা মেনে চলার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হয়েছে। আনলক ৫.০ দিশা নির্দেশ অনুসারে সমস্ত ধরনের কার্যকলাপ যেরকম মেট্রো রেল পরিষেবা, শপিংমল, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিষেবা শিল্প, ধর্মীয় স্থান যোগ এবং শারীরিক কসরত কেন্দ্র, প্রেক্ষাগৃহ, বিনোদন পার্ক, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, অফিস করোনা বিধি মেনে চলবে এবং খোলা থাকবে। স্কুল কলেজ খোলার ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, দুর্গাপূজার নবরাত্রি শেষ হয়ে গেলেও উৎসবের মরসুমে এখনও শেষ হয়ে যায়নি করোনা। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শীত পড়ে যাবে গোটা দেশে। ফলে করোনাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। এ বিষয়ে যে চূড়ান্ত সতর্ক কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন।

মঙ্গলবার দিল্লির রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে হওয়া ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা এখনো নির্মূল হয়ে যায়নি। কয়েকজন করোনা থেকে উৎপন্ন হওয়া বিপদ কেটে গিয়েছে ধরে নিয়ে সতর্কহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইরকম ভাবে গাফিলতি করে চললে ফল ভয়ানক হতে পারে। করোনাকে নির্মূল করতে হলে সকলের মাস্ক পরে চলা উচিত। মাস্ক মাধ্যমে মুখ এবং নাক যেন ঢাকা থাকে। কথা বলার সময় মুখ থেকে মাস্ক সরানো উচিত নয়। ঘনঘন হাত দেওয়া থেকে শুরু করে একে-অন্যের থেকে দুই গজের দূরত্ব বজায় রাখাটা জরুরি। হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় কুনুই দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার নিদান দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। করোনা থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই সাধারন সাবধানতা গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৯০ থেকে ৯১ শতাংশের মধ্যবর্তী জায়গায় রয়েছে। যা গোটা বিশ্বের নিরিখে সর্বাধিক। করোনায় মৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫০ শতাংশ।

দেশে করোনা সংকটকে সুযোগে পরিণত করা হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির বিপুল হারে হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৮ ঘন্টায় সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর/ জোলাইবাড়ি/ বিলোনীয়া/ শান্তিরবাজার/চড়িলাম, ২৭ অক্টোবর।। দুর্গোৎসব সমাপ্তির পর একইদিনে ত্রিপুরার পৃথক পৃথক স্থানে ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একটি ঘটনায় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে এক ব্যক্তি, দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়িতে দুই ব্যক্তি, বিলোনিয়ায় এক ব্যক্তি, শান্তিরবাজারে এক সদ্যজাত শিশু এবং অমরপুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। একইদিনে ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত উত্তর জোলাইবাড়ির হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা ফণীন্দ্র সরকার (৬৫)-এর মৃতদেহ কলসিমুখ এলাকায় রাখাল রায়বর্মণের রবার বাগানে দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। তাঁর পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, ফণীন্দ্র সরকার গতকাল দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এর পর আর বাড়ি ফিরে যাননি। আজ (মঙ্গলবার) সকালে কলসিমুখ এলকায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, জোলাইবাড়ির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা নিতাই ভৌমিক (৬২)-এর মৃতদেহ পশিচম জোলাইবাড়ির কৃষ্ণ নমশূদ্রের জমিতে পরে থাকতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। দুই মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ ধন্দে রয়েছে। দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠিয়েছে। দুটি মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা এই খবর দিয়েছেন।

এদিকে, আজ সকাল আনুমানিক ৯-টা নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের নবরামবাড়ি এলাকায় কোয়াইফাং দেবদারু যাওয়ার রাস্তার পাশে এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। তারাই সদ্যজাতের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর দেন দেবদারু পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে দেবদারু ফাঁড়ির কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এ বিষয়ে বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা জানিয়েছেন, শিশুটির মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা হবে। সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সমগ্র এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বদলীয়দের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন এক ব্যক্তি। এমনই অভিযোগ তুলেছেন মৃতের স্ত্রী। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সোনাইছড়ি পঞ্চায়েতের কিল্লামুড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা শীঘ্রই সিএনজি রাজ্যের স্বীকৃতি পাবে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.)।। ত্রিপুরা শীঘ্রই সিএনজি রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। আজ সচিবালয়ে জাতীয় সড়কের শিলান্যাস অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত, অসম মিথেন গ্যাস ব্যবহার-র প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ওই গ্যাস খরচের দিক দিয়ে ভীষণ সাশ্রয়ী। তাই, কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন, মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি-র পরামর্শ, ত্রিপুরায় ডিজেল চালিত যানবাহন মিথেন গ্যাস ব্যবহারের রূপান্তরিত করা হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই পরামর্শ নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের চিন্তাভাবনা-র বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিএনজি-র বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, মিথেন গ্যাস ব্যবহার নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক-রা পর্যালোচনা করবেন। তবে, ত্রিপুরায় প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। যার ব্যবহারেও খরচ অনেক কম হচ্ছে। তিনি বলেন, ডিজেল চালিত যানবাহন মিথেন গ্যাস-এ রূপান্তরিত করা হলে তাতে ২৫ শতাংশ জ্বালানি খরচে সাশ্রয় সম্ভব। তবে, ত্রিপুরায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের আসরে বিবাদের মাঝেই পিস্তল উঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ অক্টোবর।। যুবকের কাছ থেকে পিস্তল উদ্ধারের এলাকা জুরে চাঞ্চল্য। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গোমতী জেলার অম্পিনগর এলাকার ফাগুন হরি জমাতিয়া তার শশুর বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন হদ্রাই এলাকায় আসে অষ্টমি পুজাতে। সেখানে স্থানীয় কিছু যুবকের সাথে মদের আসরে বসে বাক বিতন্ডায় জরিয়ে পরে।

এক সময় হাতাহাতি শুরু হলে হঠাৎ করে ফাগুন হরি পিস্তল বের করে ভয় দেখাতে থাকে বলে অভিযোগ। কোন কিছু করার আগেই এলাকা বাসী তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পিস্তল ছিনিয়ে নেয়। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ফাগুন হরি কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এলাকাবাসীর মারে ফাগুন হরির একটি পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পুলিশি পহরায় জি বি হাসপাতালে প্রেরন করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক বলে জানাযায় ।পুলিশ এ বিষয়ে একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। উদ্ধার করা পিস্তল টি ৭.৬৫ মডেলের বলে পুলিশ সুত্রে জানাযায়।

করোনা বিধি লঙ্ঘিত, প্যান্ডেলে জনজোয়ার ভারতরত্ন সংঘকে নোটিশ জেলা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। জনজোয়ারের চিত্রের পরে আগরতলার বৃহত্তম দুর্গাপূজা আয়োজক ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম ভারতরত্ন সংঘের পূজা প্যান্ডেল বন্ধ করার ও সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ প্রতিমা বিসর্জনের আদেশ দেন পশ্চিম জেলা প্রশাসন। করোনা মোকাবিলায় সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করার চিত্র ধরা পড়েছে ওই প্যান্ডেলে।

সোমবার জারি করা এক আদেশে পশ্চিম জেলা শাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব বলেছেন যে দুর্গাপূজা উদযাপন সম্পর্কিত ক্লাব বা কমিউনিটি পূজা আয়োজকদের কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য রাজ্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর অধীনে সুনির্দিষ্ট আদেশ জারি করেছিল।

"ভারত রত্ন সংঘ, সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুত ধর চৌধুরী পূজা অনুমোদনের আবেদনের সাথে একটি নোটারিয়াল হলফনামা জমা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে তারা ক্লাব চত্বরে একসাথে ১০-১৫ দর্শনার্থীকে অনুমতি দেবেন। কিন্তু তা নজরে আসেনি। জনজোয়ার দেখা গিয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা। ছবি নিজস্ব।

মা ও মেয়ে নিখোঁজ মলয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানা এলাকার মলয় নগরের দত্ত পল্লীর মা ও মেয়ে গত পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে শ্রীনগর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেগত বুধবার বেলা দশটা নাগাদ বাজারে যাওয়ার নাম করে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় মা।

তারপর আমার বাড়িতে ফিরে আসেনি ।সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে মা এবং মেয়ের কোনো খোঁজ না পেয়ে পর দিন হরতাল বৃহস্পতিবার শ্রীনগর থানায় এ ব্যাপারে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।শ্রীনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।কিন্তু পাঁচদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নিখোঁজ মা এবং মেয়েকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের তৎপরতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত জায়গায় যান সন্ত্রাসে সাতজনের মৃত্যু, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম/ উদয়পুর/ বিলোনীয়া/ শান্তিরবাজার, ২৭ অক্টোবর।। শারদোৎসবের মধ্যে পাঁচ দিনে সিপাহিজালা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পৃথক যানবাহন দুর্ঘটনায় পাঁচ ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন এবং চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন- গোপাল ধর, লিটন পল, পঙ্কজ দে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাদল দেবনাথ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার নবীন চন্দ্র দেবনাথ এবং আহতরা হলেন, বেলোনিয়া মহকুমার শ্যামল শীল, সঞ্জয় চৌধুরী ও সন্তানু সরকার এবং সিপাহিজালা জেলার জামাল হোসেন।

প্রথম দুর্ঘটনাটি গত ২৩ শে অক্টোবর বেলোনিয়া মহকুমার আর্য কলোনী অঞ্চলে 'মহা সপ্তমী' এর শুভদিনে। বেলোনিয়া পৌর কাউন্সিলের বাঁশ পাড়ার বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সী বাদল দেবনাথ মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। বেলোনিয়া মহকুমার হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে বাদলকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। জিবিপি হাসপাতালেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি গত ২৫ অক্টোবর বেলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত নলুয়ায় শঙ্কর মঠ আশ্রমের নিকটে 'মহা নবমীর' দিনে। সূত্র জানায়, গত রবিবার সকাল দেড়টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে নলুয়া এলাকা থেকে শ্রীনগরের দিকে যাচ্ছিল। সান্তানু সরকার মোটরসাইকেলে চড়েছিলেন। বিপরীত দিক থেকে, আর একটি মোটরসাইকেল আসছিল নোলুয়ার দিকে। পঙ্কজ দে এবং লিটন পল হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেলে চড়েছিলেন। দু'চাকার উভয়েরই একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হয়। তিনজনই মাদকাসক্ত অবস্থায় ছিলেন। পঙ্কজ ও লিটন ঘটনাস্থলেই মারা যান। সান্তানুকে জিবিপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনকে টক্কর দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক চুক্তি ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.)।। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে ক্রমাগত অত্যাধুনিক সমর প্রযুক্তির উপর কাজ করে চলেছে ভারত। সেই লক্ষ্যে আরো এক ধাপ এগিয়ে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেসিক এক্সচেঞ্জ এন্ড কো অপারেশন এগ্রিমেন্ট (বি ই সি এ) চুক্তি স্বাক্ষরিত করলো ভারত। এই চুক্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্পর্শকাতর এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় ছবি এবং তথ্য সহজলভ্য হবে নয়াদিল্লির কাছে। দুই দেশের মধ্যে ২+২ বৈঠকে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিগত দুই দশকে এই নিয়ে চতুর্থবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত করলো ভারত। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক এস্পার এবং স্বরাষ্ট্র সচিব মাইক পম্পেই। এই চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশ একে অন্যকে মানচিত্র, আকাশসীমার পরিধি এবং আকাশপথ থেকে দেখা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জিও ফিজিক্যাল এবং জিও ম্যাগনেটিক তথ্য দেবে। এই চুক্তির ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভারত। শত্রুপক্ষের সামরিক ঘাঁটির ওপর হামলা আরো নিখুত ভাবে করতে পারবে ভারত। এই চুক্তি প্রসঙ্গে মাইক পম্পেই জানিয়েছেন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বেশি শক্তিশালী করে চলেছে। চীনসহ যেকোনো চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবে দুই দেশ।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সদর্থ এবং কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে একমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন, আল-কায়েদা, আইসিস সহ সমস্ত জঙ্গী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যমত দুই দেশ। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তান যাতে জঙ্গি দমনে দ্রুত, চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তিত পদক্ষেপ নিজের দেশের নেয় বলে সেই কথা জানানো হয়েছে। পাকিস্তানকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাদের দেশের মাটি ব্যবহার করে কেউ জঙ্গী কার্যকলাপ বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি না করতে পারে। ২৬/১১ মুম্বই, উরি, পাঠানকোটে জঙ্গি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৯টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস দেড় বছরে কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা

আগরতলা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় ৯টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মঙ্গলবার তিনি এই ঐতিহাসিক দিনের সূচনা করলেন। সাথে জানালেন, দেড় বছরের মধ্যে জাতীয় সড়ক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, ওই প্রকল্পগুলির সহায়তায় ত্রিপুরার ছবি বদলে যাবে। আজ ২৬২ কিমি দীর্ঘ জাতীয় সড়কের জন্য ২,৭৫২ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া ১০৮-এ নম্বর ২১.৪ কিমি জাতীয় সড়ক, ২৭৭.৫০ কোটি ব্যয়ে কৈলাসহর-কুমারঘাট ১৮.৬০ কিমি দীর্ঘ ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়ক, ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২.৯০ কিমি দীর্ঘ খয়েরপুর-আমতলি

(বাইপাস), ৪৮০.১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা-খোয়াই ১০৮-বি নম্বর জাতীয় সড়ক, ৪৭৩.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬.৪৬ কিমি দীর্ঘ কৈলাসহর-কুর্তি ২০৮-এ নম্বর জাতীয় সড়কে সেতু, ৫৯৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে মনু-শিমলুঙ ৪৪-এ নম্বর জাতীয় সড়ক, ৮৩.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মুহুরি এবং গোমতি নদীর উপর দুটি আরসিসি সেতু, ২৫৭.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চোরাইবাড়ি থেকে আগরতলা ৭৪.৮৫ কিমি দীর্ঘ ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়ন এবং চোরাইবাড়ি থেকে আগরতলা ২১.৭৮৯ কিমি দীর্ঘ ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ককে জিওমেট্রিক পদ্ধতিতে উন্নীতকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে আজ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি বলেন, কর্মসংস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তাতে জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলি দারুণভাবে সহায়ক হবে। তাঁর মতে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন রাজ্য ও দেশের প্রগতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও প্রসার ঘটবে। তাঁর দাবি, পূর্বাঞ্চলকে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে চোরাইবাড়ি থেকে বিলোনিয়া পর্যন্ত জাতীয় সড়ক প্রকল্পটি বিশেষভাবে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হবে। এছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৩ ▫ ২৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ১১ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনা আবহ

করোনা আবহে সমাপ্ত হইল বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়া উৎসবের সমাপ্তি হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রথম দিকে পূজামণ্ডপগুলোতে মানুষের তেমন ভিড় না হইলেও অষ্টমী পুজো হইতে বিজয়া দশমী পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড় রীতিমতো উদ্বেগজনকভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। করোনা আবহে বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজাতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এইসব বিধিনষেধ লঙ্ঘিত হইয়াছে।অথচ দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে তেমন কোনো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয় নাই। প্রশাসনিক কঠোর নির্দেশকে রীতিমত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শারদ উৎসবের দিনগুলিতে মানুষ ভিড় করিয়াছেন। বিভিন্ন ক্লাব এবং পূজা উদ্যোক্তারাও দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।ফলশ্রুতিতে বিশেষভাবে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ গুলিতে উপচে পড়া ভিড় করোনা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিতে পারে।বাস্তব বলিতেছে, এই পূজায় যত মানুষ পথে নামিলেন, প্যান্ডেলে গেলেন, কেনাকাটা করিলেন, রাস্তায় আইসক্রিম খাইলেন বা সিগারেটে সুখটান দিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। এই মানুষগুলিকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলিয়া দিলে অল্প কথায় সমস্যা মিটিয়া যায়, কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর মিলে না যে কেন বিপদের প্রবল ঝুঁকি অগ্রাহ্য করিয়াও তাঁহারা আঁজলা ভরিয়া আনন্দ তুলিয়া আনিতে গেলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে লিখিতেছেন, মানুষ রাস্তায় না নামিলে, কেনাকাটা না করিলে বহু মানুষের রুজিরুটি বন্ধ হইয়া যাইবে। কথাটা বিলক্ষণ সত্য, কিন্তু নিয্যস পরহিতৈষণা দ্বারা তাড়িত হইয়াই মানুষ বিপদ মাথায় করিয়া রাস্তায় নামিতেছেন এতখানি মানিয়া লইতেও অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। সত্য এই যে, মানুষ আনন্দের খোঁজেই রাস্তায় নামিতেছেন।

ইতিবাচক অনুভূতিগুলি ইতিবাচক উপভোগ তৈরি করে, নেতিবাচক অনুভূতিগুলি নেতিবাচক উপভোগ। পূজায় নূতন জামায় সাজিয়া ঠাকুর দেখিতে বাহির হইলে উপভোগের মাত্রা বাড়ে, আবার অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইলে উপভোগ কমে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও অকালমৃত্যু ঘটে, তাহা সকল উপভোগের সমাপ্তি ঘটায় অথবা, বৃহত্তম নেতিবাচক উপভোগ হইয়া দাঁড়ায়। যুক্তি বলিবে, কোন ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা কতখানি, এবং ঘটিলে তাহার উপভোগের পরিমাণই বা কী, সেই হিসাব কষিয়াই সিদ্ধান্ত করা বিধেয়। কোভিড-১৯'এ আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা যদি যথেষ্ট হয়, তবে ঠাকুর দেখিবার উপভোগটি বাদ দেওয়াই বিধেয়, কারণ অসুস্থতার নেতিবাচক উপভোগের বোঝা অনেক বেশি ভারী।

মানুষ সুপারকম্পিউটার নহে। কোভিড-১৯'এর কথা শুনিতেছে, সংবাদপত্রে পড়িতেছে, হয়তো আশেপাশে কাহাকে অসুস্থ হইতেও দেখিতেছে কিন্তু পূজায় রাস্তায় নামিলে নিজের কোভিডে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ঠিক কতখানি, এবং সেই সম্ভাবনার ফলে মোট প্রত্যাশিত নেতিবাচক উপভোগের পরিমাণই বা কী, মানুষের মগজ এই হিসাব কষিতে পারে না। সাধারণ বা অ-সাধারণ, কোনও মানুষের পক্ষেই এই আঁক কষিয়া ফেলা অসম্ভব। ফলে, বিপদটির সম্ভাবনা বুঝিতে মানুষ তাহার তীব্রতা আঁচ করিবার চেষ্টা করে। কোনও নিকটজনের কোভিড হইলে, অথবা অন্য কোনও ব্যাধির চিকিৎসায় বিপুল অর্থব্যয় বা দুর্ভোগের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থাকিলে নিজের কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা যতখানি তীব্র বোধ হয়, অন্য ক্ষেত্রে ততখানি হয় না। অন্য দিকে, যাঁহাদের জীবনে বিনোদনের অভাব অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে যাঁহারা ব্যক্তিগত বিনোদনের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন না তাঁহাদের নিকট পূজার বিনোদনের উপভোগ তীব্র ও প্রত্যক্ষ। ফলে, তাঁহাদের মাথায় লাভ-ক্ষতির অঙ্কটি চলে ভুল হিসাবের ভিত্তিতে। প্রশ্ন হইল, ব্যক্তির ভুলের মাসুল সমাজকে কতখানি চুকাইতে হইবে? সেই ধাক্কা সামলাইবার জোর সমাজের আছে কি? শারদ উৎসবের আবহে যে বিপদ সংকেত পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা পাইবার জন্য প্রশাসন কতখানি প্রস্তুত সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মায়ের তৈরি নাড়ু-নিমকির স্বাদ কি মেটে অনলাইন অর্ডারে : দেবাশিস সুর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : "দূর্গা পুজোর সময়ে ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী শুনতে খুব ভালো লাগে, মনটা পুলকিত হয়। যখনই দশমী শব্দটা মাথায় আসে তখন মন বিষন্নতায় ভরে যায়। এই ব্যাপারটা আগেও ছিল আর এখনও আছে। কিন্তু এখনকার দশমী দিন আর আগেকার দশমী দিন উদযাপনের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে।"

স্মৃতিচারণ করছিলেন ডাক বিভাগের প্রাক্তন আধিকারিক দেবাশিস কুমার সুর। তাঁর কথায়, বেশ মনে পরে, খুব ছোট বেলায় দশমীর দিনে মা পুজোর থালায় মিষ্টি , সিঁদুর আর পান-সুপারি সাজিয়ে আমাকে আর দিদিকে নিয়ে পাড়ার সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলে যেত। সেখানে মা অনান্যদের সাথে "মা-দূর্গা"-র চরণে সিঁদুর ছুঁইয়ে আমাদের নিয়ে বাড়ি চলে আসত। তখনকার দিনে দেবী দূর্গার পায়ে সিঁদুর অর্পণ করা হ"তো। এখনকার মতো একে অপরের কপালে, গালে সিঁদুর মাখিয়ে 'সিঁদুর-খেলা' ব্যাপারটা ছিল না। তখনকার দিনে দূর্গা-মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুর বিবাহিত মহিলারা একে অপরের মাথার সিঁথিতে আর হাতে পরা নোয়াতে ছুঁইয়ে দিতেন।

এরপর আসত লরি করে শোভাযাত্রাসহ বাগবাজার গঙ্গায় বিসর্জনের পালা। বিসর্জন দিয়ে বাড়িতে এসে বাবার কথা মতো দিদি আর আমি বসে যেতাম তিন তিনটে বেলপাতা নিয়ে। তিনবার করে লিখতে হতো 'শ্রী শ্রী দুর্গা মাতা সহায়ঃ'। বহুবার ভুল করতাম বানানে। ভয় লাগত যখন বাবা দেখিয়ে দিত ভুলটা। অদ্ভুত ভাবে দিদির লেখা বানানগুলো সঠিক হ"তো। এরপর আসত একটা বেশ ভালো লাগার পালা। তাড়াতাড়ি করে বেলপাতায় দুর্গা নাম লিখে ছুটতাম বন্ধুদের কাছে।

তখনকার দশমীর সবচেয়ে খুশীর মূহুর্ত শুরু হ"তো ঠিক এই সময় থেকে। পাড়ার বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে বয়স্কদের একটা ঢিপকরে প্রনাম সেরেই মুখিয়ে থাকতাম কখন হাতে আসবে মিষ্টি ভরা প্লেট। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে আমার নিজের বাড়িতেও আসতে হ"তো বন্ধুদের নিয়ে। জন্মে থেকে ঠাকুমা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। বাড়িতে মা সব মিষ্টির আয়োজন করে রাখত।

মনে পরে, নবমীর দিনেই মা বাজার থেকে আনা মটর-দানা ভিজিয়ে রাখত। দশমীর দুপুরে নারকোল দিয়ে ঘুগনি বানিয়ে রাখত। এছাড়া নারকোল নাড়ু, লক্ষী-ঘি-য়ে ভাজা ছোট ছোট নিমকি বানিয়ে রাখত। সন্ধ্যের সময়ে বাড়িতে যারা আসতেন তাদেরকে দেওয়া হ"তো। এই নারকোল নাড়ু আর নিমকি অনেকদিন ধরে বাড়িতে রাখা থাকত। সাদা প্লেটে এ্যলুমোনিয়ামের চামচ দিয়ে ঘুগনীটা দারুন লাগত খেতে। এছাড়া বাবা পাড়ার মিষ্টির দোকান থেকে নারকেল ছাপা সন্দেশ কিনে নিয়ে আসত। এখন এইসব অতীত। খুব মিস করি এখন। বর্তমানে দ্রুত জীবন-যাত্রায় সম্ভব হয় না বাড়িতে ঘুগনী বা নারকেল নাড়ু আর নিমকি বানানো। এখন অনেক দোকান থেকেই এইসব কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাদ সেরকমটি আর পাই না। আমাদের পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মিষ্টি আনায় অন-লাইনে অর্ডার দিয়ে, তাতে নাকি ডিসকাউন্ট মেলে। কিন্তু মা"য়ের হাতে তৈরি নারকেল নাড়ু, নিমকি,ঘুগনীর স্বাদ পাওয়াই একটা আলাদা ব্যাপার।

শতবর্ষে নব্য যাত্রাপথের অনুসন্ধান করুক শ্রমিক সংগঠনগুলো

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

বিগত মাস আষ্টেক সময়ে আমরা যেভাবে শ্রমিকের কান্না, মৃত্যু আর যন্ত্রণা দেখেছি তা বোধহয় একশো বছরের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ সময়ের হিসেবে ধরলে আজ থেকে শতবর্ষ আগেই শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অর্থাৎ এআইটিউসি'র জন্ম হয় ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর। তবে ইতিহাসের বিচারে সময়টা ছিল কিছুটা আলাদা। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতের সাধারণ লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে নিচে নেমে গিয়েছিল। ভারতে বিংশ শতকের গোড়ার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলনে শামিল হন এবং রেল, কলকারখানায় ধর্মঘট করেন। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এই জাগরণ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রেক্ষিত। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তারপরে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির জাগরণ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায় কবি নির্মলেন্দু গুণের পংক্তিসমূহ যাতে কবি বলেছেন---"যুদ্ধ মানে শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানে আমার প্রতি তোমার অবহেলা"। এই কবিতার তাৎপর্য গভীর। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বা মালিক শ্রেণির এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা মাথা ঘামায় একটি মাত্র বিষয়ে— তাদের একমাত্র লক্ষ্য পুঁজির আগ্রাসন---মুনাফা। তারজন্য মানুষ খুন করা, মানুষ উৎখাত করা, জোর -জলুম-সন্ত্রাস-যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া —এককথায় এমন কোনো গর্হিত কাজ নেই যা তারা পারে না। কোনো উপনিবেশ কার অধীনে থাকবে তা নিয়ে যখন আপসে কোনো মীমাংসা হল না, তার ফয়সালার জন্য মানবজাতির উপর দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। তার আমরা সবাই জানি। এই সময়ে আমাদের দেশে ব্রিটিশের শোষণের ভয়াবহ চিত্র নগ্ন হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার শ্রমজীবী জনগণের ওপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দিল। ভোগ্যপণ্য, বিশেষ করে নুনের ওফর করবৃদ্ধি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির চরম দুর্দশা সৃষ্টি করল। সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনের খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটল বহুল পরিমাণে। ব্যাপক হারে নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে মারাত্মক করে তুলল সরকার। ফল হল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। কলকাতায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল শতকরা ১০০ ভাগ। ভারতের অন্যান্য জায়গায় একইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল। যুদ্ধকালীন সময়ে দেশি বিদেশি পুঁজিপতিরা অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করেছিল। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শুধুমাত্র বস্ত্রকল মালিকদের মুনাফা শতকরা ২০০ ভাগ বৃদ্ধি পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৩৬৫ ভাগ। অন্যদিকে মালিকশ্রেণি ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে ফেলে দিয়েছিল। এছাড়া শ্রমিকদের বেশি পরিশ্রম করতে বাধ্য করে তাদের শোষণকে আরো তীব্র করা হয়েচিল। ১৯১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ ইনপ্লুয়েঞ্জা মহামারী রূপে দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের চরম উদাসীনতার ফলে আমাদের দেশের ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ এই মহামারীর কবলে পড়েন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল চরম দারিদ্র্য ও খিদের জ্বালা । ফলে এক বছরের মধ্যে ভারত ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটল। এই সংখ্যা হল সরকারি তথ্য অনুযায়ী। বেসরকারি মতে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি। এ যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে গণবিক্ষোভ, শ্রমিক আন্দোলনকে টেকিয়ে রাখতে পারেনি।

এখানে এটা বলার বিষয় যে, এই গণবিক্ষোভ ও শ্রমিক আন্দোলন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এই সংগ্রাম ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্রিয়ার একটি অংশ এবং তা চিল অভিন্ন। দুভাবে এই বিপ্লবী আন্দোলন পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল। একটি ছিল পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তিও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রাম এবং অপরটি ছিল নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক জাতিসমূহের সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যা ভারত সংগঠিত হচ্ছিল। ১৯১৭ সালে লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীব্যাপী এই বিপ্লবী প্রবাহে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করল এই বিপ্লব। প্রমাণিত হল পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ শেষ কথা বলে না। বরং পুঁজিবাদের অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। প্রমাণিত হল বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির কোনো দোদুল্যমানতা নেই। নেই কোনো পিছুটান বা আপসমুখী মনোভাব প্রমাণিত হল শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষক সমাজের সঙ্গে মৈত্রী এবং মার্কসবাদের মতো বিপ্লবী তত্ত্বই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের অবসান ঘটিয়ে শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই বিপ্লবের প্রভাব কেবল রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা বিস্তৃত হয়েছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এমনকী আমাদের ভারতবর্ষেও।

কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা যখন এক নব্য শ্রেণির শ্রমিকদের দেখতে পাই তখন যে প্রশ্নটা সার্বিকভাবে ওঠে তা এড়াতে পারা যায় কই? কোভিড-১৯ এবং নতা প্রতিরোধের জন্য লকডাউনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের যে নগ্ন রূপ আমরা দেখতে পেলাম সেখানে আবার করেই লেনিনের ফিনান্স পুঁজিভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বই আরো একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং সর্বোপকি দেশজ সমাবিজ্ঞানের দিকে যদি ফিরে তাকাই সেখানেও আবার করেই কি পুঁজিবাদের কস্কালের উল্লাস আরো একবার দেখতে পেলাম। রাষ্ট্রে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে দু'বেলা দু'মুঠো আহারে জোটানোর তাগিদে ঘর বাড়ি গ্রাম চেনা মানুষজনকে ছেড়ে ভিনরাজ্যের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হওয়া শ্রমজীবী মানুষের স্রোতাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আর রইল না কোথাওই। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে ফিরে তাকালেও আমরা একই ছবি দেখতে পাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি বা হসপিটালিটির কাজগুলিতে কম মজুরিতে বহিরাগত বা 'অতিথি' কর্মী নিয়োগের যে ব্যবস্থা চলেছে তা যখন দেখি তখন পুঁজিবাদের একটা ভয়ঙ্কর নগ্ন রূপ দেখতে পাই। দেখতে পাই এই ব্যবস্থায় কর্পোএরট সংস্থাগুলিরই লাভ, যে সব দেশ থেকে এই কর্মীরা আসেন এবং যে দেশে তাঁরা নিযুক্ত হন, উভয় দেশেরই কর্মীকুলের ক্ষতি। এর মধ্যে চোরা শ্রমিক জাতীয়তাবাদের সুর খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ভারত বা চিনের পেশাদার অতিথি কর্মীদের সঙ্গে বাকিদের তফাত করতে চাই। এসব পেশাদাররা কাজের শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সাধারণত এঁরা মাইক্রোসফট, গুগল জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের উচ্চ পেশার কাছ ছাড়াও কিছু দলে দলে প্রধানত কায়িক শ্রমের (যেমন কৃষি শ্রমিকের বা শহরে সাফাইয়ের কাজ) সঙ্গে যুক্ত অনিশ্চিত ক্ষেত্রে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের কথা একটু ভাবা যাক। কাজ পাওয়ার জন্য বহু ডলার গচ্চা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর প্রবল অসাম্য, অন্যায্যতার অনেক সময় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েও এঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্গতি নেই। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার নানা দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা বা পশ্চিম আফ্রিকার নানা দেশ থেকে সুখী জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আমেরিকায় এসে এঁরা রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেকে ঘণ্টায় তিন ডলার পারিশ্রমিকে (যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম) কাজ করছেন, মজুরি না পেয়ে প্রতিবাদ করলে জুটছে মারধর বা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি। যা চলছে, তাকে অনেকেই 'আইনসিদ্ধ দাসপ্রথা' বলেছেন। উল্টোদিকে, তথ্যপ্রযুক্তিতে অতিথিদের মজুরি অনেক বেশি মনে হলেও, তা একই কাজে যুক্ত মার্কিন নাগরিকদের মজুরির চেয়ে অনেক কম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, হতভাগ্য অতিথি-শ্রমিকদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে, আশাহত অনেকের মুখেই দেশে ফিরে যাওয়ার আর্তি শুনে উপলব্ধি করা যায়, এই অসম্মানের জীবন কাটানোর চেয়ে দেশে থেকে যাওয়া অনেক ভালো, যদি না আমরা এই বব্যস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারি। আর উচ্চ বেতনের কর্মীদের (বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তির পেশাদার, নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ার, বা ডাক্তারদের) অতিথি হিসেবে ইউএসএ আসার মধ্যে কি 'মেধা নিষ্কাশন' -এর কাহিনি তার যন্ত্রাণা তো আরো গভীর। বেঙ্গলুরু, হায়দ্রাবাদ বা মুম্বাইয়ে বহুবার এসে মনে হয়েছে, এই মানবসম্পদ দেশে থাকলে এ দেশ আরো সমৃদ্ধ হতে পারত। এখানে শ্রমিক জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন নেই। শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নতুন সর্বহারাদের প্রসঙ্গে তাই সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিকদের বহির্গমনের প্রসঙ্গ এসে যায়াই। এই সবই মর্মান্তিক রূপ দেখিয়ে দিল কোভিড-১৯। তাই আসুন, শ্রমিক আন্দোলনের শতবর্ষে এসে আমরা আরো একবার কান পেতে শুনি সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের কান্না। চলতে শুরু করি নতুন পথে যে পথ সাম্যের স্বপ্ন দেখায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক আকাশের নিচে

জয়ন্তী চৌধুরী

গত কয়েক বছর ধরে লস অ্যাঞ্জেলস শহরকে ঘিরেই আমার জীবন, জীবিকা। প্রাক অতিমারী কালে, প্রতিদিন ইউনিভার্সিটি থেকে এই শহরের খুব চেনা পথ ধরেই যানজট কাটাতে কাটাতে বাড়ি ফিরতাম। হঠাৎ একদিন যানজটে আটকা পড়া অবস্থায় চোখে পড়েছিল পথের বাঁকে এক গৃহহীনের খড়কুটোময় সংসার। সেদিন, একটু অবাকই হয়েছিলাম। সেই শুরু তারপর প্রায় প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে একটু একটু করে গৃহহীন সংসাসের খুঁটিনাটি নজরে পড়ত। এরপর, হঠাৎ করোনা ঝড় আমাদের সবার স্বাভাবিক জীবন তছনছ করে দিল। সেই গৃহহীন অনামী প্রতিবেশীর কুশল সংবাদের প্রশ্নটি মাঝে মধ্যেই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে যেত। মনে হত, করোনা কালে কেমন আছেন অন্যান্য গৃহহীন মানুষ?

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে গৃহহীনদের সংখ্যা অসংখ্য। পরিসংখ্যান মতে, ইদানীং এই সংখ্যা প্রায় ১২ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের পথে ঘাটেও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গৃহহীন শিবিরের সংখ্যা। এই দু'দিনে, করোনার আক্রমণ শহরের গৃহহীন মসাজকে চূড়ান্ত অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।

আমেরিকার মোট গৃহহীন মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৫ লক্ষের বেশি। আর শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই এই সংখ্যা দেড় লাখ চাপিয়ে গিয়েছে। যদিও আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১৬৭ শতাংশ গৃহহীন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমেরিকার বৃহত্তম শহরগুলিতে ঘরহীনদের সংখ্যা বেশি। আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয়, বিশ্ববিখ্যাত, নিউইয়র্ক শহরে গৃহহীনদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গৃহহীনতার সংখ্যার হিসাবে লস আঞ্জেলস গৃহহীন পরিষেবা-র মতে, ২০২০ সালে এই সংখ্যাটি লাফিয়ে হয়েছে ৬৬,৪৩৬। রূঢ় বৈপরীত্যে ভরা এই পৃথিবী, এই শহর। তাই অকাশছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে ঠাসা এই শহরের বাণিজ্য কেন্দ্রস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে গৃহহীনদের জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে করোনা সংক্রমণের সংখ্যার নিরিখে আমেরিকা শীর্ষে। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি, আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল কাউন্টি, জনবৈচিত্রও

অনেক এখানে। হয়তো সেই কারণেই লস অ্যাঞ্জেলস কাউন্টিতে এই মারণ ভাইরাসের অবাধ আনাগোনা, আক্রান্তর সংখ্যাও। তুলনামূলকভাবে বেশি। ঝাঁ চকচকে এই শহরে ঘরহীনদের সংখ্যাও হাজার হাজার।

এই ছিন্নমূল মানুষরা 'গৃহহীন', কারণ তাঁদের না আছে কোনও কর্মসংস্থান, না আছে বাড়িভাড়া দেওয়ার মতো আর্থিক সংগতি। গৃহহীনতা সমস্যার গভীরে আছে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘবিরতি, পূর্ব অপরাধমূলক রেকর্ড, গার্হস্থ্য হিংস্রতা, মাদকাসক্তি, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা আর জীবনের দুর্বিপাক। যা দিন আনি দিন খাই মানুষের গৃহহীন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। করোনার দাপটও বেকার সমস্যা শহরের ঘরহীন মানুষদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছেথ। ফলে মানুষ হয়েও অপ্রয়োজনীয় আবর্জনার মতো রাস্তার আনাচকানাচে, শহরের হাইওয়ের ধারে, ব্রিজের নিচে, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরহীন মানুষজন অনেকে মিলে একটা ঘিঞ্জি তাঁবুতে থাকেন বলে এই মারণ ভাইরাস একজন গৃহহীন মানুষের থেকে খুব দ্রুশ শত সহস্র গৃহবীনকে করোনার আক্রান্ত করে ফেলতে পারে, যা গোষ্ঠী সংক্রমণে পরিণত হয়ে ওঠে অচিরেই। এই অসময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক জীবিকা হারাচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ মার্কিনি এখন কর্মহীন। স্বাভাবিক জীবনযাপন ক্রমাগত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হওয়া করোনা কালে বৃহত্তর আমেরিকাতে গত সাত মাসের উপর ওয়ার্ক হোম এ আমরা অনেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। সেখানে এই ঘরহীন মানুষজন খোলা আকাশের নিচেই যাঁদের ঘর, তাঁরা কোথায় থাকবেন? কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন।

ক্যালিফোনিয়ার সরকার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা নিয়েছেন গৃহহীন মানুষেদর অতিমারীর হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নেউসম গৃহহীনদের অস্থায়ী বাসস্থানের জন্য জরুরি তহবিলের ব্যবস্থা করেছেন। বিভিন্ন ট্রেলার, হোটেল ও মোটেলের ঘরগুলো গৃহহীনদের ভাড়া দেওয়ার জন্য বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল ও মোটেল মালিকদের এই ঘরগুলোয় গৃহহীনদের থাকতে দেওয়ার জন্য আর্জি জানিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র এরিক গারসেটি ও গৃহহীনদের জন্য এমার্জেন্সি শেন্টার-এর ব্যবস্থা করেছেন। বেশকিছু ঘরহীনকে রাস্তা থেকে শহরের হোটেল ও মোটেলের ঘরে পুনর্বাসন করেছেন। এছাড়াও ঘরহীন মানুষদের জন্য আছে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা। পরিস্থিতি লাগমে আনতে অনেক স্বেচ্ছাবেসী সংস্থাও এই ছিন্নমূল মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তা সত্ত্বেও অতিমারীর সময়ে যখন পুরো লস অ্যাঞ্জেলস শহর প্রায় জনহীন, শুনশান---শহরের পুটপাথে বা পার্কে, এমনকী কিছু সমুদ্রসৈকতেও ছত্রাকের মতো গৃহীহন শিবির গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। করোনা আবহে অনেক গৃহহীন মানুষ শহরের রাস্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ও লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের মেয়ের আরও কঠিন কিছু পদক্ষেপ করেছিলেন। সমস্ত সরকারি পার্ক, সমুদ্রসৈকত, হাঁটার জায়গা কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে গৃহহীনরা পড়েছিলেন আরও বিপদে। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ এমনিতেই কঠিন, এখন কঠিনতর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন এই চালচুলোহীন মানুষগুলো। তাঁরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখবেন কী করে। জলের কল কোথায় পাবেন? হাত ধোবেন, কোথায়? লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস-এর প্রতিবেদনের গৃহহীন মানুষরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেক দিন স্নান করতে পারছেন না, কারণ কাছের পেট্রোল পাম্পের বাথরুম বা পাবলিক বাথরুম আর ব্যবহার করতে পারছেন না। সরকার থেকে বেশ কিছু হাত -ধোঁয়া আর স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হলেও সেগুলিতে জলের অভাব দেখা যাচ্ছে। যেহেতু গৃহহীনদের কোনও স্বাস্থ্যবিমা নেই, সরকার থেকে এই দুঃস্থতম মানুষদের জন্য তাই আছে বিশেষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে, গৃহহীন দিনযাপনে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা একদিক দিয়ে সহজ। কেননা স্বাস্থ্য অধিকদফরের সুপারিশের আগে থেকেই আমরা আপামর জনতা নিয়ম করে গৃহহীনদের স্পর্শ এড়িয়েই চলি। যা ছন্নছাড়া মানুষদের সামাজিক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সহায্য করেছে। এই জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সময় সরকারি প্রচেষ্টায় ও যথাযোগ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে গৃহহীন মানুষদের গোষ্ঠী সংক্রমণ অনেকটাই আটকানো গিয়েছে। গৃহহীন সমাজের ঠিক উলটো পিঠেই আছে বিত্তবান আমেরিকার ছবি। পৃথিবীর ধনীতম মানুষদের মধ্যে শীর্ষে আছেন আমাজনের কর্ণধার জেফ বেজোস। তাঁর সম্মিলিত সম্পদ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বা ২০,০০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। প্রতি বছর ফোর্বস-এর দেওয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুলের তালিকাতে বেশ কিছু ধনী আমেরিকার তাঁদের জায়গা পাকা করে রেখেছেন। অতিমারীর সময়েও আমেরিকার ধনীতম মানুষদের সম্পত্তি আরও ফুলে ফেঁপে উছেছে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৭।। বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক খুবই বন্ধু সুলভ। প্রত্যেক দিনই এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। এ বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়েই ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের বিচারিক পদ্ধতি প্রায় একই। এতে আমরা একে অপর থেকে কীভাবে শিখতে পারবো এবং কাজ করতে পারবো তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

মঙ্গলবার গুলশানে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর সঙ্গে সৌজন্য স্যাাৎ শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের আইনের অবকাঠামো প্রায় এক। সেজন্য দুই দেশের বিচারিক আদালত, উচ্চ আদালতের বিচারক ও বিচারপতি এবং আইনজীবীদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও প্রশিণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, সেগুলো কীভাবে কাজ করবে তা নিয়েও আলোচনা হয়।

তিনি আরো বলেন, আমাদের আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে। আমরা মনে করি, এ আলোচনা আমরা চালিয়ে যাবো। যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা কাজে পরিণত করবো।

বাংলাদেশের বিচার পদ্ধতিতে আইনমন্ত্রীর ভূমিকা ও অগ্রগতি প্রশংসা করে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ সর্বসাধারণের জন্য আমাদের সহযোগিতা থাকবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের বিচারিক পদ্ধতি প্রায় এক। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতাও নেই। এতে আমরা একে অপর থেকে শিখতে পারবো। মিলিতভাবে আরো কাজ করতে পারবো।

বাংলাদেশ-ভারত প্লেন চলাচল শুরু আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৭।। প্রায় আট মাস বন্ধ থাকার পর আজ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্লেন চলাচল। দু'দেশের মধ্যে তিন মাসের জন্য 'এয়ার বাবল' চুক্তির অধীনে প্লেন চলাচল শুরু হচ্ছে। সপ্তাহে উভয় প্রান্ত থেকে মোট ৫৬টি ফাইট চলবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপ (বেবিচক) সূত্রে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ও নভো এয়ার পরিচালনা করবে ফাইটগুলো। অপরদিকে ভারত থেকে ফাইট পরিচালনা করবে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, ভিস্তারা ও গোএয়ার। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা-দিল্লি, দিল্লি-ঢাকা, ঢাকা-কলকাতা ও কলকাতা-ঢাকা রুটে, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ঢাকা-কলকাতা, কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-চেন্নাই, চেন্নাই-ঢাকা রুটে এবং নভোএয়ার ঢাকা-কলকাতা ও কলকাতা-ঢাকা রুটে ফাইট পরিচালনা করবে। ভারতের স্পাইস জেট, ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া, গোএয়ার, ভিস্তারা এ ৬ এ য. া ব. ল া হ ্ ন্স দিল্লি-কলকাতা-চেন্নাই-মুম্বাই-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে ফাইট পরিচালনা করবে। এরইমধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ভারতে ফাইট চালানোর শিডিউল ঘোষণা করেছে। ঘোষিত শিডিউল অনুযায়ী, ২৯ অক্টোবর ঢাকা-দিল্লি-ঢাকা, ১ নভেম্বর ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা রুটে নিয়মিত ফাইট চালাবে বিমান।

বিশ্বজুড়ে করোনা ছড়িয়ে পড়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় উভয় দেশের মধ্যেকার বিমান যোগাযোগ। সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে 'এয়ার বাবল' ব্যবস্থায় বিমান চলাচলের বিষয়টি আলোচনায় আসে। এরপর দুই দেশ এই বিশেষ ব্যবস্থায় বিমান চলাচল শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। সপ্তাহে ভারত থেকে ২৮টি এবং বাংলাদেশ থেকে ২৮টি করে মোট ৫৬টি ফাইট চলাচল করবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় একটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছবি- নিজস্ব।

শিবপুর আইআইইএসটি-তে আধুনিক সোলার হাব

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : শিবপুরে ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি অর্থাৎ আইআইইএসটি-তে উদ্বোন হল এক সোলার হাবের।

অপ্রচলিত শক্তি হিসেবে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে। সৌরশক্তির ব্যবহার আরও বাড়াতে প্রয়োজন উন্নত গবেষণা এবং শিক্ষাব্যবস্থা। স্বদেশি প্রযুক্তির সাহায্যে সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন, ব্যবহার বৃদ্ধিতে এবং উন্নত গবেষণা পরিকাঠামো তৈরি করতে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীন ডিএসটি এবং শিবপুর আইআইইএসটি যৌথভাবে গড়ে তুলছে এই সোলার পি ভি হাব।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক এদিন সন্ধ্যায় এই হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ছিলেন আইআইইএসটি-র অধিকর্তা ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী , প্রতিষ্ঠানের পরিচালনপর্ষদের চেয়ারম্যান ডঃ বাসুদেব কে আত্রে, বিক্রম সোলার লিমিটেডের এমডি জ্ঞানেশ চৌধুরী, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (ডিএসটি) বিভাগের সচিব ডঃ আশুতোষ শর্মা প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডিএসটি ছাড়াও এই প্রকল্পে শরিক হয়েছে আইআইইএসটি-র 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর গ্রিন এনার্জি অ্যান্ড সেন্সর্স'। গোটা পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব ভারতে সৌরশক্তির চর্চা ও গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী জানান, এখানে তৈরি হবে অতিউচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিকন সোলার সেল। যে সব দেশীয় সংস্থা সোলার প্যানেল তৈরি করে, তেমন একাধিক সংস্থার সঙ্গে ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামীদিনে এই হাব সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সারা দেশেই একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করবে বলে সকলে আশাবাদী। এই প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা এই হাব গড়ে তুলতে ইতিমধ্যে পার্থসারথিবাবুকে চেয়ারম্যান করে একটি স্ক্রিনিং কমিটি গড়া হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের কর্তারাও সদস্য হিসেবে রয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আইআইইএসটি'র সহ রেজিস্ট্রার ডঃ বিভোর দাস।

দেবীবরণ শেষে একাদশীর দিন নিরঞ্জনের পথে একডালিয়া এভারগ্রিনের দূর্গা প্রতিমা

কলকাতা,২৭ অক্টোবর (হি স): পুজো শেষ হয়েছে সোমবার। দশমীর দিন বেশিরভাগ দূর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গিয়েছে। তবে এখনও শহরের বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেল গুলোতে রয়েছে বেশকিছু প্রতিমা। আর তাই একাদশীর দিন দেবীবরণ শেষে নিরঞ্জনের পথে একডালিয়া এভারগ্রিনের দূর্গা প্রতিমা।

চারিদিকে থিমের মাঝে এক অন্যতম অনুভুতি দেয় একডালিয়ার পুজো। প্রাচীন স্থাপত্য ও শিল্পকলার সাথে বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমাই অন্যতম আকর্ষণ একডালিয়ার। প্রতিবছরই পুজো প্যান্ডেলে গুলির মূল উদ্দেশ্যই থাকে ভিড় টানা। কিন্তু এই বছর করোনা আবহে সেই সব কিছু ব্যারিকেড বন্দি করে রাখা হয়। তবে এরই মাঝে মাকে বিদায় জানানোর পালা আগত। তবে চলতি বছর করোনা বিধি মেনে একাদশীর দিন একডালিয়া এভারগ্রিনে উমাকে বরণ করলেন পাড়ার মহিলারা। খেলা হলো না সিঁদুর। নিয়ম মেনে করা হল দেবীবরণ। দেবীবরণ শেষেই নিরঞ্জনের পথে একডালিয়া এভারগ্রিনের দূর্গা প্রতিমা।

একাদশীর দিনও সুরুচি সংঘের প্যান্ডেল দর্শনে ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো শেষ কিন্তু তবুও পুজোর আবহে বাঙালি। একাদশীর দিনও শহরবাসী প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে হানা দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পুজো প্যান্ডেল থেকে দেবী প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলেও অনেক প্যান্ডেলে এখনও রয়েছে প্রতিমা। যেরকম সুরুচি সংঘের প্যান্ডেলেও রয়েছে প্রতিমা। একাদশীর দিন সুরুচি সংঘের প্যান্ডেল দর্শনেও ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী।

বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে উৎসব নয়, হোক মানুষের পুজো এমনটাই বার্তা দেয় সুরুচি সংঘ। এবার মানুষের পুজো করে সুরুচি সংঘ। চলতি বছর সুরুচি সংঘের মণ্ডপ তৈরি হয়েছে বাঁশ, ডেকোরেটরের কাপড়, ছাপা শাড়ি ও গামছার মতো জিনিসপত্র দিয়ে। তবে এখন ও পর্যন্ত বিসর্জন হয়নি সুরুচি সংঘের দেবী প্রতিমার। আর তাই একাদশীর দিন সুরুচি সংঘের পুজো প্যান্ডেল দর্শনে এসেছে শহরবাসী।

করোনার থাবা এসি মিলানে, আক্রান্ত একাধিক

কায়রো, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : রোমার বিপক্ষে ম্যাচের আগে করোনাভাইরাসের থাবা পড়ল এসি মিলান সিরি আ । প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা, উইঙ্গার ইয়েন্স পেত্তির হগ এবং তিন জন সাপোর্ট স্টাফ।

ইতালিয়ান ক্লাবটি এক বিবৃতিতে জানায়, আক্রান্তরা বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন, কারও শরীরে কোনো উপসর্গ নেই এবং বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দলের বাকিদের পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলেও জানানো হয় বিবৃতিতে। এর আগে মরসুমের শুরুর দিকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন দলের তারকা ফরোয়ার্ড জাতান ইব্রাহিমোভিচ।

সৌরশক্তি চালিত বাতিস্তম্ভের প্রতিশ্রুতি দিলেন নীতীশ কুমার

নালন্দা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে প্রতিশ্রুতি বন্যা বইতে শুরু করেছে। তার মধ্যে নবতম সংযোজন ক্ষমতায় এলে সৌরশক্তি চালিত বাতিস্তম্ভ বিহারের গ্রামাঞ্চলের রাস্তায় বসানো হবে। মঙ্গলবার নালন্দার হিলসাতে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

এদিন নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলগুলির রাস্তায় সৌরশক্তি চালিত বাতিস্তম্ভ বসানো হবে। এর আগে পয়লা মার্চ বলেছিলাম ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে রাজ্যের প্রতিটা ক্ষেতকে সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। করোনা মহামারী এবং কম সময়ের জন্য সকলের কাছে পৌঁছানো যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনের পর বিহার সফরে বেরোবেন হবেন তিনি। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাজ্যের বিপুলসংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিহারবাসীর জন্যই আমি। সকলকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এখানে এসেছি। এখনও পর্যন্ত অনেক সম্মান পেয়েছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জনগণের সেবায় রত থাকবো। রাজ্যের পানীয় জল সরবরাহ এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে উল্লেখ জন্য কাজ করেছেন তা তুলে ধরেছেন তিনি।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩,৯৫৭

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি স): অবশেষে স্বস্তি। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার একাদশীর দিন কিছুটা কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ৩,৯৫৭। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৯৫৭ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩,৫৭,৭৭৯ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩,৯১৭। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৩,১৪, ০০৩ জন।সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৭.৭৬ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৮ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৬,৬০৪। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩৭,১৭২ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৪৩, ৮২,৬৭৮ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪২,১০৮স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

মিশরের পুরুষ দলের কোচ হলেন প্রাক্তন জাতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক

কায়রো, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুরুষ দলের কোচ হলেন মিশরের প্রাক্তন জাতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক ফাইজা হায়দার। স্থানীয় সূত্রে খবর, মিশরের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব আইডিয়াল গোল্ডির কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী এই প্রাক্তন ফুটবলার।

এক সাক্ষাৎকারে ফাইজা বলেছেন, 'শুরুতে হয়তো একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝতে পারলাম যে তারা আমার কাছ থেকে সত্যি কিছু শিখতে চায়।' ফাইজা জানিয়েছেন মিশরের মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে একমাত্র তিনি ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগ স্বীকৃত প্রিমিয়ার স্কিলস কোচ এডুকেশনের মর্যাদা পেয়েছেন। ফাইজার মা খোদরা আবদালরাহমান মেয়ের এমন কীর্তিতে বলেছেন, 'আমি ওকে ফুটবল খেলতে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ও আমার কথা শোনেনি। ও ফুটবল ভালবাসে। এখন ও পুরো দেশের গর্ব।'

রাবনদহনে জনজোয়ারে আতঙ্কিত বিশেষজ্ঞরা, কাঠগড়ায় শাসক দল

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : শিকেয় উঠল সামাজিক দূরত্ববিধি। জনজোয়ারের তোড়ে খড়্গাপুরের রাবনদহনে বিপত্তির আশঙ্কা করছেন জনস্বাস্থ্যবিদদের একাংশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুর শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান 'রাবণ দহন' বা 'রাবণ বধ' বা 'দশেরা' (লৌকিক ভাষায়, রাবণ পোড়া) অনুষ্ঠিত হয়, বিজয়া দশমী'র দিন। খড়্গাপুর শহরের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকার রাবনপোড়া মাঠে, দশেরা উৎসব কমিটির আয়োজনে এই রাবণ দহন অনুষ্ঠিত হয়। করোনা আবহের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়নি, বরং সচেতনতার মধ্য দিয়ে তা উদযাপন করার সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সোমবার দশমীর বিকেলে খড়গপুরের রাবণ ময়দানে রাবণ দহন দেখতে জড়ো হন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। তাতে জেলায় নতুন করে সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার গোটা ঘটনার দায় আয়োজকদের ওপর চাপিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কাজলকৃষ্ণ বণিক গোটা ঘটনাটি অত্যন্ত আতঙ্কের বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, এই বিপুল ভিড়ের মধ্যে যদি গুটিকয় উপসর্গহীন করোনা রোগী থাকে, তাহলে তো এই ঘনসন্নিবিষ্ট ভিড়ে রোগ হু হু করে ছড়িয়ে পড়বে! আয়োজক ও প্রশাসকরা কেন এই ব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্কতা নিলেন না?

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও চাজলবাবুর আশঙ্কায় সায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় উদ্যোক্তাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এ ধরণের প্রকাশ্য সমাবেশ, আগুনের ক্ষেত্রে আরও সচেতনতার দরকার ছিল। গোটা রাজ্যেই অত্যন্ত সতর্কতার মধ্যে দিয়ে পুজো করার কথা বলা হচ্ছে। এই সময়ে এই রকম সমাবেশ একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়।

আয়োজকদের তরফে তৃণমূল নেতা অজিত মাইতির দাবি, খড়গপুরের রাবণ দহন গোটা জেলা তো বটেই ছয়ের পাতায়

মুসলিম দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে দেশের নাগরিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের

প্যারিস, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : মহানবী হজরত মহম্মদের ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রোর কদর্য মন্তব্যে জেরে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটি দেশে ফরাসি দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ফরাসি পণ্য বর্জনের পথে হেঁটেছে একাধিক মুসলিম প্রধান দেশ। পরিস্থিতি ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় বাংলাদেশ সহ একাধিক মুসলিম দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক ও কূটনীতিবিদদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রণালয়।

মঙ্গলবার ফরাসি বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নাগরিকদের উদ্দেশে জারি করা বিশেষ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মৌরাতনিয়া সহ মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। ওই সব দেশে হজরত মহম্মদকে নিয়ে প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে যে সব স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হবে, সেই সব স্থান ও বিক্ষোভ এড়িয়ে চলতে হবে।

মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে অবস্থানকালে ফরাসি দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রাখতে হবে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তৎতক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি স্কুলে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদর্শন করেন স্যামুয়েল প্যাটি নামে এক শিক্ষক।

আর তার পরেই চেচেন বংশোদ্ভূত এক মুসলিম ওই শিক্ষককে ছুরিকাঘাতে খুন করে। পরে অবশ্য পুলিশের অভিযানে হামলাকারী মারা যায়। ওই ঘটনার পরেই মুসলিমদের জঙ্গি আখ্যা দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো জানিয়ে দেন, হজরত মহম্মদকে নিয়ে যে সমস্ত ব্যঙ্গচিত্র রয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হবে না। আর ম্যাঁক্রোর মন্তব্যের পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

চালু হচ্ছে শিলিগুড়ি-ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেন বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন নগরী শিলিগুড়ি থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। ২০২১ সালের ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এই যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করবেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি-ঢাকা রুটের এই যাত্রীবাহী ট্রেনের নামকরণ বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস' ট্রেন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পর্যাপ্ত কোচ না-থাকায় আপাতত ভারতীয় র‍্যাক এই যাত্রীবাহী রেল সার্ভিস চালু করা হবে। তবে সপ্তাহে ক'দিন চলবে তা এখনও ঠিক করা হয়নি।

রাতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে ছেড়ে সকালে ভারত সীস্ত ক্রস করবে।

আর সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌঁছানোর সময় নির্ধারন করা হবে। মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রীদের ন্যায় ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনেই ইমিগ্রেশেন ও কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আর ভারতীয় ইমিগ্রেশন ও কাস্টম শিলিগুড়ি স্টেশনে হবে। এই ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, শিলিগুড়ি-ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেন ২৬ মার্চ থেকে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ট্রেনের নামকরণের বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ট্রেনটির নামকরণ বঙ্গবন্ধুর নামে করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব আছে। তবে ট্রেনের নামকরণের বিষয়টি নির্ভর করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে। এই আন্তর্জাতিক ট্রেনের নামকরণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই হবে বলে তিনি জানান।

সংকটজনক হলেও আগের থেকে স্থিতিশীল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : আগের থেকে কিছুটা স্থিতিশীল বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা। এখনও ভেন্টিলেশনে রয়েছেন অভিনেতা। মঙ্গলবার এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর,সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা আগের থেকে কিছুটা স্থিতিশীল হলেও সঙ্কট কাটেনি। সর্বক্ষণ পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছে মেডিক্যাল টিম। আপাতত অভিনেতা রয়েছেন ভেন্টিলেশনে। তবে নতুন করে তাঁর পরিস্থিতির অবনতি হয়নি। রক্তে অণুচক্রিকার পরিমাণ একই রয়েছে। উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। এমনকি যখন ভর্তি করা হয়েছিল তখন মৃদু জ্বর ছিল তার। হাসপাতালে ভর্তির পর তার জ্বর কমে যায়। অক্সিজেনের মাত্রাও তখন স্বাভাবিক ছিল। যদিও তারপরে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হতে শুরু করায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার। তবে, এরপর অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন অভিনেতা। কিন্তু বর্তমানে অভিনেতা শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হলেও আগে থেকে স্থিতিশীল।

রাস্তার হকাররা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছেন : জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.): ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে রাস্তার ধারে থাকা ছোট দোকানদারদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। তিনি দাবি করেছেন আত্মনির্ভরতা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল এই আলোচনার মাধ্যমে।

মঙ্গলবার জগত প্রকাশ নাড্ডা বলেছেন, রাস্তার ধারে থাকা ছোট দোকানদার এবং হকারদের টাকার জন্য ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ব্যাংক নিজেই তাদের কাছে চলে এসেছে। সহজেই মিলছে ঋণ। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প রাস্তার হকার এবং ছোট দোকানদারদের জীবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আমাদের রাস্তার হকার আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে। আমরা গর্বিত। করোনা কালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনায় মাধ্যমে রাস্তার হকারদের আত্মসম্মান রক্ষার্থে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। এই সকল ভাই-বোনেদের আত্মনির্ভরতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উত্তর প্রদেশের রাস্তার ধারে থাকা ছোট দোকানদার এবং হকারদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এই প্রকল্পের সবথেকে বেশি আবেদন উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছে। দ্রুততার সঙ্গে এই ঋণের আবেদনকে মঞ্জুরিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গরিবদের নিয়ে যারা রাজনীতি করতো তারা গরিবদের ঋণ না দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করে গিয়েছে। এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অল্প শিক্ষিত মানুষ যারা দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল। তারাও ব্যাংক থেকে অনায়াসে ঋণ পাচ্ছেন। এর ফলে তারা নিজেদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। করোনা গোটা বিশ্বের ওপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ভারতের গরীব মানুষরা সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে গিয়েছে। কেন্দ্রে তরফের যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা মাটিতে নেমে কাজ করে চলেছে। এতে করে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলিও পূর্ণ হতে চলেছে।

মাইবাঙের কালাচাঁদে প্রৌঢ় খুন, গ্রেফতার এক

মাইবাং (অসম), ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : চার দুষ্কৃতকারীর হাতে খুন হয়েছেন বছর ৬৫-র এক প্রবীণ ব্যক্তি। নিহতকে ডামা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত কালাচাঁদ বাদশাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা রাজু তামাং বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার কালাচাঁদ পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, নবমীর রাতে দেবী দুর্গাপূজার আনন্দে যখন সবাই ব্যস্ত, ঠিক সে সময় রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাদশাবাড়িতে এই নৃশংস খুনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নবমীর রাত প্রায় অনুমানিক ১১টা নাগাদ বাদশাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা রাজু তামাঙের বাড়িতে ঢুকে চার দুষ্কৃতকারী লাঠি দিয়ে পিটিয়ে প্রবীণ ব্যক্তিকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, রাজু তামাঙের বাড়িতে প্রথমে তার ছেলে দীপক তামাংকে দুই দুষ্কৃত আটকে রেখে বাকি দুই দুষ্কৃতী ছেলের সামনেই তার বাবা রাজু তামাংকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে। প্রচণ্ড পিটুনির দরুন প্রাণ হারান ৬৫ বছরের বৃদ্ধ রাজু তাংমাং।

তবে কী কারণে এভাবে হঠাৎ পেশায় শ্রমিক রাজু তাংমাঙের বাড়িতে ঢুকে চার দুষ্কৃতকারী এভাবে পিটিয়ে খুন করেছে পুলিশ সে সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ ধন্দে রয়েছে। এদিকে চার দুষ্কৃতকারীর মধ্যে এক জনকে শনাক্ত করেছে মৃত রাজু তামাঙের ছেলে দীপক তামাং। শনাক্তকৃত দুষ্কৃতী নাকি কালাচাঁদ শিবরাইপুর গ্রামের গ্রামপ্রধানের ছেলে এক্সপ্রো হাগজার।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

শাহরুখ সালমানদের থেকে অমিতাভই এগিয়ে

তিন দশক ধরে বলিউড সাম্রাজ্যে রাজত্ব করছেন সালমান খান। এ প্রজন্মের তারকাদেরও পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। এমনকি শাহরুখ, অক্ষয়কে টেক্কা দিলেন বলিউডের ৫৪ বছর বয়সী এই "দাবাং"।

মুম্বাই থেকে দূরে পানভেলে নিজের ফার্ম হাউসে লক ডাউনে খোশ মেজাজেই দিন কাটাচ্ছেন সালমান খান। এই সময় তিনি তাঁর হাজার হাজার অনুরাগীর আরো কাছে আসতে ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছেন। এছাড়া ইনস্টাগ্রামে সালমান তার ভক্তদের জন্য নানান মজাদার ভিডিও এবং ছবি পোস্ট করেন। করোনার এই তান্ডবের মাঝে ভাইজান তাঁর অনুরাগীদের জন্য আরও এক সুখবর এনে দিলেন। সালমান টুইটারে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) ফলোয়ার সংখ্যা পার করে ফেললেন। অবশ্য এখনো এক নম্বরে আছেন বলিউডের শাহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন। তার ফলোয়ার সংখ্যা ৪ কোটি ১০ লাখের বেশি। তবে সালমান এক্ষেত্রে শাহরুখ, অক্ষয়কে পেছনে ফেলে দিলেন। বলিউডের সুলতানের পরেই আছেন "বাদশা" শাহরুখ খান। টুইটারে কিং খান তৃতীয় স্থানে আছেন। তার ফলোয়ার ৩ কোটি ৯০ লাখের বেশি। আর ৩ কোটি ৫০ লাখ ফলোয়ার নিয়ে অক্ষয় কুমার চতুর্থ স্থানে আছেন। অর্থাৎ, টুইটারে প্রথম অমিতাভ, দ্বিতীয় সালমান, তৃতীয় শাহরুখ ও চতুর্থ অক্ষয়।

তবে ফেসবুকে বিগ বি-কে টেক্কা দিয়েছেন ভাইজান। ফেসবুকে সালমান এক নম্বরে আছেন। এখানে ৩ কোটি ৭০ লাখের বেশি মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। আর অমিতাভ এবং শাহরুখের নামের পাশে "লাইক" বোতামে চাপ দিয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখের বেশি মানুষ। ফেসবুকেও অক্ষয় চতুর্থ স্থানে আছেন। এই বলিউড খিলাড়ির ফলোয়ার সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লাখের বেশি। মানে দাঁড়াল ফেসবুকে প্রথম সালমান, দ্বিতীয় অমিতাভ, তৃতীয় শাহরুখ ও আবারো চতুর্থ অক্ষয়।

ইনস্টাগ্রামে অবশ্য এক নম্বরে আছেন অক্ষয় কুমার। সেখানে তাঁর ৩ কোটি ৯২ লাখ ভক্ত। ৩ কোটি ১০ লাখের বেশি ফলোয়ার নিয়ে বলিউডের "দাবাং খান" দ্বিতীয় স্থানে আছেন। শাহরুখের ২ কোটি ১১ লাখ ভক্ত। ও অমিতাভের ১ কোটি ৫৬ লাখ। অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামে এই চার তারকার ভিতর প্রথম অক্ষয় কুমার, দ্বিতীয় সালমান, তৃতীয় শাহরুখ ও চতুর্থ অমিতাভ।

সালমান খান তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই ভাগ করে নিতে চান ভক্তদের সঙ্গে। তার চ্যানেলে প্রথম প্রকাশিত গান "প্যায়ার করোনা"। এই গানটি সালমান নিজে লিখেছেন, গেয়েছেন। মিউজিক করেছে সাজিদ ওয়াজিদ। ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৩ লাখ ৮৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

দিব্যা ভারতী এখনো সাজিদের পরিবারের একজন

বয়স তখন উনিশ। ক্যারিয়ারের চাকা সবে ঘুরতে শুরু করেছে। ছেলেদের মানিব্যাগে, আয়নার পেছনে, সেলুনে কিংবা মেলায় অথবা ভিসিআরের ক্যাসেট কভারে থাকত তাঁর লাস্যময়ী ছবি। বলিউডে দৌড়ে চলার সময় কেবল শুরু। আর তখনই দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে গেলেন যেন ক্ষণজন্মা অভিনেত্রী দিব্যা ভারতী।

এই অল্প সময়েই কি মাতিয়ে যাননি ভক্তদের হৃদয়। না হলে জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ভরে উঠবে কেন দিব্যার ছবি দিয়ে! স্বামী সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা দিব্যার ব্যবহৃত জিনিস কেন রাখবেন আগলে, আলগোছে।

দিব্যা মারা যান ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল। ২৭ বছর কেটে গেছে। অথচ আজও সাজিদের পরিবারের একজন হয়েই যেন আছেন দিব্যা। দিব্যার শেষ ব্যবহৃত পারফিউম, তার চুলের যত্ন—আত্তির দ্রব্যসামগ্রী এখনো যত্ন করে রেখেছেন সাজিদ। আর এই খবর জানালেন সাজিদেরই পরের স্ত্রী ওয়ার্দা নাদিয়াদওয়ালা।

দিব্যার মৃত্যুতে ভক্তদের হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই সাজিদের সঙ্গে আর কাউকেই মানতে নারাজ এই ভক্তকুল। আর তাই ট্রলের শিকার হন ওয়ার্দা। কিন্তু ওয়ার্দা নিজেও যে দিব্যার ভক্ত! দিব্যার জয়গা কখনোই নিতে চাননি তিনি। দিব্যা তাঁর কাছেও পরম সম্মানের। তাঁর পরিবারের একজন। এমনটাই জানালেন সম্প্রতি। ভক্তদের অযথা ট্রল না করার আহ্বান জানালেন।

ওয়ার্দা ভারতীয় গণমাধ্যমকে বললেন, 'দিব্যা আমাদের জীবনের একটি অংশ। সাজিদ এখনো ভোলেনি তাকে।'

শুধু কি তা—ই, ওয়ার্দার সঙ্গে সাজিদের প্রথম সাক্ষাতের বিষয়টিও কাকতালীয়ভাবে দিব্যাকে কেন্দ্র করে। ওয়ার্দা বলন, 'হ্যাঁ, বিস্ময়করভাবে এটাই সত্য যে আমাদের দুজনের প্রথম দেখা হওয়ার তিনিই ছিলেন মাধ্যম। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সাজিদের একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সাজিদ, দিব্যার বাবা, আমার শ্বশুর আমাকে বলতেন, আমি নাকি দেখতে একেবারেই দিব্যার মতো, একই ব্যবহার, একই আচরণ।'

এমনকি দিব্যার বাবা ওয়ার্দাকে ডাকতেন মেয়ে হিসেবেই। ওয়ার্দা বলেন, 'তাঁর জায়গায় নিজেকে দেখার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের জায়গা তৈরি করেছি। তাঁর স্মৃতি সব সময়ই অসম্ভব সুন্দর। সুতরাং আমাকে নিয়ে ট্রল করা বন্ধ করুন দয়া করে। দিব্যা আমাদের জীবনেরই অংশ।'

দিব্যা কতখানি সাজিদের পরিবারে স্থান করে নিয়েছেন, তারও উদাহরণ দিলেন ওয়ার্দা। তাঁর কথা, 'আমার ছেলেমেয়েরা যখন তাঁর ছবি দেখে, তাঁরা বলে আমাদের বড় মা।'

দিব্যার জন্ম ১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা ওমপ্রকাশ ভারতী ছিলেন জীবনবিমাকর্মী। মা মিতা ভারতী গৃহিণী। ছোট ভাই কুনাল ও সৎবোন পুনমের সঙ্গে মুম্বাইয়ে বেড়ে ওঠা দিব্যার।

১৯৯০ সালে মুক্তি পাওয়া দিব্যা ভারতীর প্রথম ছবি 'বব্বিলি রাজা' এখন অবধি সফলতম তেলেগু ছবির মধ্যে অন্যতম। প্রথম দুই বছর তেলেগু ও তামিল ছবিতে অভিনয়ের পর হিন্দি ছবির জগতে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে। ১৯৯২ সালটি ছিল হিন্দি ছবিতে দিব্যা ভারতীর বছর। ওই একটি বছরে দিব্যা অভিনীত ১২টি ছবি মুক্তি পায়।

১৯৯২ সালেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার। ভারসোভার তুলসী অ্যাপার্টমেন্টে নাদিয়াদওয়ালাদের ফ্ল্যাটেই গোপনে বিয়ে করেন দুজনে। বিয়ের বিষয়টি একেবারেই গোপন রাখা হয়।

১০ মে দিব্যা-সাজিদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীর এক মাস আগেই দুর্ঘটনায় মারা যান দিব্যা ভারতী। দিব্যার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায়। বাড়ির পঞ্চম তলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন দিব্যা। নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

রমজানের শুভেচ্ছা জানালেন তাঁরা

ভারতে আজ থেকে শুরু হয়েছে রোজা। সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের তারকারা। যদিও করোনার কারণে কোথাও তেমন খুশির আমেজ নেই। তবুও বিটাউন তারকারা পবিত্র রমজান মাসকে যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন লকডাউন মেনে চলার আহ্বান।

করোনা মহামারির চরম অস্থিরতার মধ্যেই শুরু হল রোজা। বলিউডের একাধিক তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের অসংখ্য অনুরাগীকে রোজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বলিউডের শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, "রমজান মুবারক, এই শুভকালে সবাইকে শান্তি এবং ভালবাসা।" বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুরও তাঁর ভক্তদের রোজার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "রমজানুল করিম আমার ভাই এবং বোনেরা। সবাইকে রমজান মুবারক।" শুভেচ্ছা জানিয়ে হুমা কুরেশি লিখেছেন, "সবাই বলছে শনিবার প্রথম রোজা। রমজান শুরু হয়ে গেল। এই কঠিন সময়ে সবার জন্য দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে অসহায় মানুষদের সাহায্য করুন আর বাসায় থেকে প্রার্থনা করুন।" এ ছাড়া দুলকার সালমান, অনুপম খের, জাভেদ জাফরি, সুনীল গ্রোভার, আদন্দ স্বামীসহ অনেক বিটাউন তারকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রমজানে শুভ কামনা জানিয়েছেন।

ঘুম ভেঙে দেখব করোনা বলে কিছু নেই

এমন একটা অবস্থায় পড়ব, কেউ কখনো ভেবেছি? কোথায় আমরা আজ? একটা প্রাণঘাতী ভাইরাস আমাদের দুমড়ে—মুচড়ে ভেতর-বাইরে তছনছ করে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে তো দুঃস্বপ্ন বলেই ভ্রম হয়। মনে হয় এই বুঝি ঘুম ভেঙে দেখব, করোনা বলে কিছু নেই। যাই হোক এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে মেনে নিয়েছি।

প্রথমেই বলব নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে মানুষগুলো আক্রান্ত হলেন, তাঁদের দিকে নজর দেওয়া এবং বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

ধনী—গরিবনির্বিশেষে সারা পৃথিবী ভীষণ শঙ্কায়। সংকটের এই সময়েও কিছু খবর সাধারণের মনে বেশ শক্তি জোগায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই করোনা সংকট কিন্তু আমাদের স্বনির্ভর হতে শিক্ষা দিয়ে গেল। এই সময় দায়িত্ব ও করণীয় কি আমরা জানি।অনেকে এ বিষয়েই কথা বলছেন, ঘরে বসেই দিচ্ছেন দুঃসময়ে ভালো থাকার বার্তা। তাই আমি বিষদ আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে সর্বাবস্থায় যেকোনো পরিস্থিতির জন্য ধৈর্য ধরে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। আতঙ্ক নয়, যতদূর সম্ভব সাবধান এবং সচেতন থাকতে হবে। একটা গানের কথা দিয়ে সমাপ্তি টানছি, 'অশ্রু মুছে তুমি তাকাবে, মনকে আলোকিত করবে, তোমার অশ্রু আমায় দুর্বল করে দেয়। আবার দেখা হবে, এখনই শেষ দেখা নয়, আবার কথা হবে এখনই শেষ কথা নয়...।

কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল

গত ১৮ মার্চ শেষ শুটিং করেছেন তানজিন তিশা। পরদিন থেকেই ঘরবন্দী। এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল। এত দীর্ঘ সময় একটানা ঘরে থাকার অভ্যাস নেই তাঁর। তাই ঘরে বসে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। সময় পার করতে বাসায় নানা ধরনের কাজে নিজেকে যুক্ত করছেন তিশা। সময় করে প্রতিদিন নাটক, সিনেমাও দেখছেন। একঘেয়েমি জীবনে বিরক্তবোধও করছেন এই অভিনেত্রী।

এক মাসেরও বেশি সময় ঘরে। সময় কীভাবে পার করছেন?

শেষ শুটিং করেছি 'ব্রেকআপ লিস্ট ২' নামে একটি নাটকের। এরপর থেকেই ঘরে ঢুকে গেছি। প্রথম দিকে বাসায় রান্না শেখার চেষ্টা করেছি। আমার জুতা সংগ্রহ বেশি। অভিনয় করার কারণে প্রচুর কস্টিউম। শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু এলোমেলো ছিল। জুতা, জামাকাপড় গোছানো শুরু করেছি। এখনো চলছে। নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করছি প্রতিদিন। পাশাপাশি আধা ঘণ্টা করে জিম করি। সিনেমা, ওয়েব সিরিজ দেখি। বই পড়ার চেষ্টা করছি। আগে যেসব পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা হতো, তাঁদের সঙ্গেও ফোনে কথা বলে নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করছি।

কী ধরনের সিনেমা দেখছেন?

হলিউড, বলিউডের থ্রিলার রকমের মুভি ও সিরিজ দেখছি। আমাদের দেশের প্রচুর নাটকও দেখা হয়েছে এ কদিনে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, এই দুর্যোগ, মহামারির দিনে একটু রোমান্টিক, একটু কমেডি ধাঁচের মুভি, সিরিজ দেখা উচিত। ভাবছি এখন থেকে দেখব।

ঘরে থাকার সময়টা আরও দীর্ঘ হতে পারে নতুন কিছু শেখা বা করার আগ্রহ হচ্ছে না?

হ্যাঁ, এর মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ছোটবেলা থেকে গিটার বাজানোর খুব ইচ্ছা ছিল, হয়নি। এখন যেহেতু সময় পাচ্ছি, তাই গিটারটা শিখব। মার্কেট বন্ধ। কেনার সুযোগ নেই। দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা গিটার ব্যবস্থা করে দেবে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলটির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অনেক আগেই চ্যানেলটি খুলেছি কিন্তু এত দিন সচল ছিল না।

প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একইভাবে সময় কাটছে, বিরক্ত লাগছে না?

গত তিন চার দিন হলো খুব বিরক্ত হচ্ছি। আগে শুটিং করতে করতে টায়ার্ড হতাম, এখন ঘরে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। আরও কত দিন এভাবে ঘরেই থাকতে হবে তা কে জানে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজে বাঁচতে হলে, পরিবারকে বাঁচাতে হলে এভাবেই ঘরে থাকতে হবে।

করোনাভাইরাস নিয়ে আপনি কতটুকু আতঙ্কবোধ করছেন?

যখন আমাদের এখানে ধরা পড়ল, তখন ততটা গুরুত্ব দিইনি। ভাবছিলাম কয়েক দিন পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিন দিন বিস্তার বেড়েই চলেছে। এতে নিজের মধ্যে আতঙ্কটা বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় আতঙ্ক এর কোনো ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বাসায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে করোনা প্রতিরোধের সব নিয়মই মেনে চলছি। সামনে মহাদুর্যোগ আসতে পারে। তাই সবারই বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে চলা উচিত। নিজে নিরাপদ অবস্থা তৈরি করলে, পরিবার নিরাপদ থাকবে। এতে পুরো দেশই নিরাপদ থাকবে। অভিনয় শিল্পী সংঘের ব্যানারে স্বল্প আয়ের অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীদের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, অনেক জনপ্রিয় শিল্পী সাড়া দেননি। কী বলবেন?দেখুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পেরেছি, দিয়েছি। তা ছাড়া এক জায়গায় তো বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়া যাবে না। কারণ, আমার চারপাশের পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন এই মহামারিতে বিপদে আছেন, তাঁদেরও সহযোগিতা করছি। এর মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন মেকআপম্যান, প্রোডাকশন বয়, ট্রলিম্যানকেও কিছু সহযোগিতা করেছি। অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। সবাই তো ফান্ডে টাকা দিতে পারবেন না। কারণ, তাঁদেরও আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষদের দেখতে হচ্ছে। ফান্ডে না দিলেও তো কোথাও না কোথাও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করছেন তাঁরা। গত সপ্তাহে শরীয়তপুরে আমার দাদা ও নানাবাড়ির এলাকায় অনেকগুলো পরিচিত পরিবারকে সহযোগিতা করেছি। আমার দায়িত্ব থেকেই করেছি।প্রতি ঈদে অনেক নাটকে কাজ করেন। করোনা আতঙ্কের মধ্যে আগামী ঈদে কোনো নাটকেই কাজ করার সুযোগ নেই। আর্থিকভাবে কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

শুধু আমি না, আরও যাঁরা ঈদের সময় অনেক নাটকে কাজ করেন, সবারই একই অবস্থা। শুধু তা—ই না, এসব নাটকের সঙ্গে জড়িত সব মানুষ তথা পুরো নাটক ইন্ডাস্ট্রির কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল। যদিও দেশের সব সেক্টরের অবস্থা ভালো নয়।

অনেকের কাছে কষ্ট পেয়ে দূরে সরে এসেছি

বৃহস্পতিবারের বিকেল। হঠাৎ ঢাকার আকাশ কালো হয়ে এল। শুরু হলো তুমুল ঝড়। সঙ্গে অঝোরে বৃষ্টির গান। যাঁরা ফেসবুকে ক্লোজ-আপওয়ান তারকা তাসমিনা অরিনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বৃষ্টির সুরের সঙ্গে বাড়তি পেলেন এই শিল্পীর কণ্ঠে মিষ্টি কিছু গানও। ফেসবুক লাইভে এসে মনের অজান্তেই শিল্পীসত্তা বেরিয়ে এসেছিল তাঁর। আজকাল গান থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও পরিবেশই হয়তো তাঁকে দিয়ে গেয়ে নিল কালজয়ী কিছু গান। কিন্তু গান থেকে দূরে কেন এই শিল্পী? এখন করছেনই বা কী? সেসব নিয়েই কথা হলো অরিনের সঙ্গে। অনেক দিন পর মনে হয় যেকোনো প্ল্যাটফর্মে গান গাইলেন। গান থেকে এত দূরে কেন?

গান থেকে কিছুটা দূরে থাকার কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে একটি হলো নিজের ব্যস্ততা। দুটি বাচ্চা আছে আমার। তাদেরসহ পরিবারে সময় দিই। একটি বেসরকারি ব্যাংকেও জব করছি। তা ছাড়া গুটিকয় মানুষের কারণে সংগীতজগতের প্রতি আগ্রহ কিছুটা হারিয়ে ফেলেছি।

কী রকম?

গান করতে এসে আমি বোধ হয় সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। অনেকের পছন্দমতো হয়তো চলতে পারিনি, গান করতে পারিনি। তাই বেশির ভাগের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে না। শুধু আমার পছন্দের কিছু কাজ করছি।

কাদের পছন্দমতো কাজ করতে পারেননি, একটু বিস্তারিত বলা যাবে?

কারও নাম বলতে চাই না। তবে দেশের একটি বড় মিউজিক কোম্পানি আমার সঙ্গে একটু অভব্য আচরণ করেছে। ওই কোম্পানির কর্ণধার একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি যে রকম গান গাই, মিউজিক ভিডিও করি, এখন নাকি আর এ রকম চলে না। এখন নাকি আরেকটু খোলামেলা গান, মিউজিক ভিডিও দরকার। এমন কথায় আমি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছি। আর আমি কিছুটা অভিমানীও। তাই অনেকের কাছে কষ্ট পেয়ে দূরে সরে এসেছি।

আপনি তো ২০০৫ সালের প্রথম 'ক্লোজ আপ-১ তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশে'—এর সেরা ২০-এ ছিলেন। এরপর অনেকে হারিয়ে গেলেও আপনি শফিক তুহিনের সঙ্গে 'এর বেশি ভালোবাসা যায় না' শিরোনামের গান দিয়ে বেশ সাড়া ফেলেন।

হ্যাঁ। পরে শফিক ভাইয়ের সঙ্গে আরও কাজ করেছি। পরে ইলিয়াস হোসেনের সঙ্গে 'না বলা কথা' অ্যালবামও হিট হয়। এই সিরিজের কয়েকটা অ্যালবামের গান টানা হিট করেছে। এরপরও শুনতে হয়, এই রকম গান নাকি চলে না।

আপনাদের প্রথম ক্লোজ-আপের অনেক তারকাকেই এখন গানের জগতে তেমন আর পাওয়া যাচ্ছে না...

আসলে এখন গানের মাধ্যমই চেঞ্জ হয়ে গেছে। অ্যালবাম আর তেমন হয়ই না। তাই অনেকে স্টেজ শো, টেলিভিশন লাইভ, বিভিন্ন স্ট্রিমিং সাইট এসবে ব্যস্ত আছেন। অনেকে হয়তো পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দূরে সরে যাচ্ছেন।

আপনাকে তো স্টেজ বা টেলিভিশন কোথাও তেমন পাওয়া যায় না, আপনার ব্যস্ততা কী নিয়ে?

ওই যে বললাম, পরিবার আর ক্যারিয়ার নিয়ে। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছি। এখন একটি বেসরকারি ব্যাংকে জব করছি। তাই ওইভাবে শো করা কোথাও হয় না।

গান থেকে এই দূরে গিয়ে কেমন আছেন?

আসলে গান থেকে পুরোপুরি দূরে তো যাইনি। যাওয়া সম্ভবও নয়। আমি ছোটবেলা থেকে গান শিখে বড় হয়েছি। গান আমাদের পরিবারে মিশে আছে। আমার বাবা-মা দুজনই গান করতেন। তাই এখান থেকে চাইলেও দূরে যেতে পারব না। এই দেখলেন না, হঠাৎ বৃষ্টি এসেই আমাকে দিয়ে কেমন গাইয়ে নিল। আসলে পরিবেশ ঠিক থাকলে ভেতর থেকে এমনিই গান আসে। আমাদের গানের জগতের পরিবেশটা আর একটু ভালো হলে হয়তো এতটুকু দূরেও যেতে হতো না।

গানের চর্চা নিয়মিত আছে?

চর্চা তো থাকতেই হবে। আসলে শিল্প অনাদর, অবহেলা সইতে পারে না। তবে মাঝে চাকরি করতে গিয়ে চর্চা কিছুটা কমে গিয়েছিল। তবু কষ্ট করে সময় বের করে চর্চাটা চালিয়ে নিতাম। এখন করোনার সময় সপ্তাহে দুদিন অফিস। একটু অবসর বেশি পাওয়ায় আবার সকাল করে চর্চা করছি।

সম্প্রতি কী গান করলেন?

সবশেষ আমার 'না বলা কথা-৪' অ্যালবাম রিলিজ হয়েছে ২০১৮ সালে। কাজটা করেছিলাম আরও আগে। এরপর একই সিরিজের ৫ নম্বর অ্যালবামের কাজ করেছি। আর করোনার ছুটি শুরু হওয়ার আগে ইলিয়াসের সঙ্গেই এক পলকে-২ অ্যালবামের গান করেছি। দুটোরই রেকর্ডিং শেষ। শুধু ভিডিও বানানোর অপেক্ষা।

এখন কী পরিকল্পনা করছেন?

আমি গানের মানুষ। গান আমার মনের খোরাক। এটাকে ছেড়ে যেতে চাই না। নিজের গান নিয়েই কিছু পরিকল্পনা মাথায় আছে। দেখা যাক পৃথিবী কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের উদ্দেশে কিছু বলবেন?

শুধু বলব, সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। বাসায় থাকুন। পছন্দের কাজগুলো করুন। মুভি দেখুন। গান শুনুন। আমাদের বাংলা গান অনেক সমৃদ্ধ। ভালো গান শুনুন, ভালো থাকুন।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-র আকস্মিক বৃদ্ধি আইজল পুর এলাকায় আজ থেকে সাতদিনের লকডাউন জারি

আইজল, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইজলে আজ মঙ্গলবার থেকে সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মিজোরাম সরকার আইজল পুর এলাকায় করোনা-র মারাত্মক প্রকোপের কারণে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে সোমবার থেকে সারা মিজোরামে 'কোভিড-১৯ বরদাস্ত নয় পক্ষ'-এর সূচনা করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত এই পক্ষ পালন করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

আজ ভোর চারটা থেকে আইজল পুর এলাকায় লকডাউন চালু হয়েছে। ৩ নভেম্বর একই সময় পর্যন্ত তা জারি থাকবে। এদিকে, মিজোরাম সরকার করোনায আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য 'শিশু-বান্ধব কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টার' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সি অন্তত ২৯৫ জন শিশু ও নাবালক এখন পর্যন্ত মিজোরামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজনের বয়স দু বছরের কম। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, লকডাউন চালু করার ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক, চিকিৎসক, গির্জা এবং এনজিও-দের সাথে জরুরিভিত্তিতে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা সিলমোহর দিয়েছেন। উচ্চ পর্যায়ের ওই বৈঠক পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাংলিয়ানা।

এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা বলেছেন, জরুরি ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে মিজোরাম সরকার আইজল পুর এলাকায় মানুষের চলাফেরায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আজ থেকে আগামী সাতদিন ওই এলাকায় করোনা সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য এবং সংক্রমিতের সংস্পর্শে যারা রয়েছেন খুঁজে বের করে নমুনা পরীক্ষা করা হবে। অবশ্য, বিমানবন্দর এবং রাজ্যের সমস্ত প্রবেশদ্বার খোলা রাখা হবে। এতে যাত্রীগণ এবং পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে, অন্য আরেক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৮ অক্টোবর থেকে করোনায় আক্রান্ত ৮৩ জনের মধ্যে ৪৫ জন আইজল পুর এলাকার বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত মিজোরামে ২,৪৯৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ২,২০৯ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

বিহার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ১১টি প্রশ্ন তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : ২৮ অক্টোবর, বুধবার বিহারে তিনটি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ১১টি প্রশ্ন করলেন আরজেডি সুপ্রিমো তথা মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব।

মঙ্গলবার প্রেস বিবৃতিতে করে তেজস্বী জানিয়েছেন, বুধবার বিহার সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লি এবং পাটনার ডবল ইঞ্জিন সরকারকে উদ্দেশ্য করে আমি এই প্রশ্নগুলি রাখছি। ২০১৫ সালে কেন্দ্রের তরফে দ্বারভাঙ্গায় এইমস গড়ার ঘোষণা কেন্দ্রের তরফে করা হয়েছিল। তবে কেন এখন নির্বাচনের আগে সেই কাজ শুরু করার ঘোষণা করা হল? মুজাফফরপুর শেল্টার হোমে ধর্ষণকাণ্ডের মূল অভিযুক্তকে বাঁচিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বলতে চান? দ্বারভাঙ্গা এবং মুজাফফরপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ার প্রতিশ্রুতি রাজ্যের বিজেপি- জেডিইউ জোট সরকার দিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি এখনো পালন হয়নি। এমনকি চিকিৎসক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। সরকার দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা বলেছিল। সে বিষয়ে কি হল? পাটনার বন্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বলতে চান? জল নিকাশি ক্ষেত্রে পৌরসভার ব্যর্থতা নিয়ে তার কি মতামত? রাজ্য স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তেজস্বী যাদব জানতে চেয়েছেন, ভারতের দশটি অস্বচ্ছ শহরের মধ্যে ছয়টি হচ্ছে বিহারে। বিহারে এমন দশা হল কেন? পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন এখনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর মর্যাদা দেওয়া হল না? গত ছয় বছরে বিহার বাসীদের জন্য কেন্দ্র কটা চাকরি পরিসর তৈরি করেছে? বিগত ১৫ বছর ধরে জোট সরকারইবা কি করেছে? এত বিপুল সংখ্যক বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ কি হবে? প্রতিদিন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বিহারে কেন বেড়ে চলেছে? রাজস্থানের কোথায় আটকে পড়া বিহারের পড়ুয়াদের কেন রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না? এখনও দেশের অন্য বিভিন্ন প্রান্তে বিহার থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা আটকে পড়েছে। তাদের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কি করছে? সৃজন দুর্নীতি মামলায় মূল অভিযুক্ত কে কেন ধরতে পারছে না সিবিআই? উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার বিহারের দ্বারভাঙ্গা, মুজাফফরপুর এবং পাটনায় জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

হরিয়ানায় তরুণী-খুনে ধৃত দু''জন অভিযুক্ত, উদ্বিগ্ন মহিলা কমিশন

চন্ডীগড়, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রকাশ্য দিবালোকে ২১ বছর বয়সী তরুণীকে গুলি করে হত্যা করল দুই যুবক। প্রথমে জোর করে নিজেদের গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে অপরাধীরা। তরুণী বাধা দেওয়ায় গুলি চালায় অপরাধীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের বল্লবগড়ের আগরওয়াল কলেজের সামনে। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয় বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তরুণী। তখন খুন করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অপরাধীরা। পরে পুলিশ ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার বল্লবগড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে খুন করা হয় একজন তরুণীকে। কলেজে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন ওই তরুণী। অভিযুক্তরা জোর করে ওই তরুণীকে গাড়িতে বসতে বলে, কিন্তু যুবতী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গুলি করে খুন করেছে।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার জন্য হরিয়ানার ডিজিপি-কে চিঠি লিখেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। মঙ্গলবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার জানিয়েছেন, ''বল্লবগড়ের ঘটনায় অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ জানিয়েছেন, ''কলেজ ছাত্রীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দু''জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এসিপি (অপরাধ) অনিল কুমারের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল দ্রুত তদন্ত নিশ্চিত করবে।''

ফরিদাবাদের আগরওয়াল কলেজে সোমবার পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন নিকিতা তোমর নামের ওই তরুণী। তিনি বাণিজ্য বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রী। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আক্রমণকারী তৌসিফ এবং তার বন্ধু রেহান একটি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ির সামনে দিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে নিকিতা যাওয়ার সময়ই হামলা চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণীকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিতে চেয়েছিল যুবকরা। যা আটকাতে সক্ষম হয়েছিলেন নিকিতা। তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই কাজে ব্যর্থ হয়েই পকেট থেকে বন্দুক বের করে গুলি করা হয় নিকিতাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনায় অভিযুক্ত দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত তৌসিফকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বিসর্জন প্রক্রিয়া

ঝাড়গ্রাম, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : বিসর্জনের বুঝি বিসর্জন হয়। আর সে কারণেই দীর্ঘসময়ের জৌলুস, জাঁকজমক, প্রাণোচ্ছল সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে ঝাড়গ্রামে। নেই সেই জৌলুস। সেই মন কাড়া বাহারি সাজসজ্জাও নেই , কেমন যেন স্থবির। যেখানে এক সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিমা দর্শন এবং প্যান্ডেলের থিম এর কারুকার্য দেখার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় ভিড় জমাতো। তবে এবার করোনা পরিস্থিতিতে যাতে সংক্রমণ ঠেকানো যায় তার জন্য বিশেষ ভুমিকায় দেখা গিয়েছিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের।

এবছর পুজার আবহ অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু অন্যরকম ছিল।কিন্তু ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ এবং পুজা কমিটির কতৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় নিময় মেনে একটি সুস্থ আবহে জেলা পুজার আনন্দে মেতে উঠেছিলেন আম জনতা।

জেলা পুলিশ,ট্রাফিক পুলিশ,সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জমায়েত না হতে দিয়ে তুলনামূলক খোলামেলা পরিবেশে দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখেছেন। ঝাড়গ্রাম জেলার মধ্যে শহরের ঠাকুর দেখতে মন্ডপ গুলিতে ভালো ভীড় হয়। মন্ডপ গুলিতে যাতে অতিরিক্ত মানুষ জন ভীড় করতে না পারে তার জন্য পুলিশের কড়া নজরদারি ছিল। তার সাথে দেখা গিয়েছে মানুষ জনের হাত স্যানিটাইজার থেকে শুরু করে তারা মাস্ক ব্যবহার করছেন কিনা তার উপর ছিল পুজা কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি পুলিশের নজরদারি।ঝাড়গ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ন রাস্তা গুলিকে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছিল।যাতে যান জট না হয় তার জন্য।সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রাম পুলিশের ভূমিকায় খুশি হয়েছেন জেলাবাসী। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জেলা মোট সর্বজনিন পুজা হয়েছিল ২৪০ টি।পারিবারিক পুজা এগরোটি।

ছয়ের পাতায়

মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে চলেছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশে রাস্তার ধারে থাকা ছোট দোকানদারদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনার আওতাধীন রাস্তার ধারে থাকা ছোট দোকানদার এবং হকারদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন এই প্রকল্পের সবথেকে বেশি আবেদন উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছে। দ্রুততার সঙ্গে এই ঋণের আবেদনকে মঞ্জুরিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গরিবদের নিয়ে যারা রাজনীতি করতো তারা গরিবদের ঋণ না দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের চেষ্টা করে গিয়েছে। এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অল্প শিক্ষিত মানুষ যারা দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল। তারাও ব্যাংক থেকে অনায়াসে ঋণ পাচ্ছেন। এর ফলে তারা নিজেদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। করোনা গোটা বিশ্বের ওপর হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ভারতের গরীব মানুষরা সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে গিয়েছে। কেন্দ্রে তরফের যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা মাটিতে নেমে কাজ করে চলেছে। এতে করে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলিও পুরণ হতে চলেছে। এদিনের ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের বৈঠকে বারাণসীর মোমো বিক্রেতা অরবিন্দকে প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছেন যে মোমো কি করে বানায়। পাশাপাশি তিনি এও জানতে চেয়েছেন যে অরবিন্দ ঋণ কি করে পেলেন। এর উত্তরে অরবিন্দ জানিয়েছেন শুধু আধার কার্ডের ভিত্তিতেই তিনি ঋণ পেয়েছেন।

চিরাগ পাসওয়ানকে কেউ বিশ্বাস করে না : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসওয়ানকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসওয়ানকে কেউ বিশ্বাস করে না। এই দলটিকে নিয়ে এনডিএ-র কিছু করার নেই। বিহারে এনডিএ- র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নীতীশ কুমার। বিধানসভা নির্বাচনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে এনডিএ জোট।

আরজেডি প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে কটাক্ষ করে অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, কোন যুক্তিতে আরজেডিকে বিশ্বাস করবে জনগণ। দলীয় পোস্টার থেকে নিজের বাবা-মায়ের ছবি সরিয়ে দিয়েছেন তেজস্বী যাদব। এমন ধরনের লোক ক্ষমতার জন্য যেকোনো কাজ করতে পারে। যারা গণহত্যা সংগঠিত করেছে সেই সকল বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন তেজস্বী। জাতপাত এবং বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী আরজেডি। বিহারের জনগণ সেই জঙ্গল রাজকে কোনদিন ভুলে যায়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, চিরাগ পাসওয়ানের বিরুদ্ধে অনুরাগ ঠাকুর নেতিবাচক কথা বললেও বিজেপির অপর তরুণ তুর্কি নেতা তেজস্বী সূর্য চিরাগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তেজস্বী সূর্য জানিয়েছেন, চিরাগ পাসওয়ান একজন উদ্যমী নেতা। পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিহারের পরিস্থিতি সম্পর্কে বারেবারে সংসদে অবগত হয়েছিলেন তিনি। সে একজন জনপ্রিয় যুবনেতা।

অনুমোদিত শেষ দিনের ৪৮ ঘন্টা আগেই শেষ হচ্ছে বিসর্জনের সিংহভাগ

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : প্রতি বছর বিসর্জনের জন্য ধার্য শেষ দিনের প্রাক্কালে দুটি দিন গঙ্গার ঘাটে ব্যস্ততা থাকে চরমে। এ বছর তার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হবে।

সূত্রের খবর, এবার বিসর্জনের জন্য ধার্য শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর। কলকাতায় মোট দুর্গাপুজোর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। এর মধ্যে বেশ কয়েকশো প্রতিমা নিরঞ্জন হয় গঙ্গায়। বেশির ভাগ হয় ধার্য শেষ তারিখ ও তার আগের দিন। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, আজ ২৭ তারিখ রাতের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে যাবে।

শহরের নির্ধারিত কোনও সরোবর বা পুকুরেও বিসর্জন দিতে পারেন কোনও পুজো উদ্যোক্তা। যদিও বারোয়ারি বড় পুজোর ক্ষেত্রে মূলত গঙ্গায় বিসর্জন পরিকল্পনা করা হয়। কলকাতা পুলিশের আওতায় ২৪টি মূল ঘাট-সহ মোট ৩০টি ঘাটে

ছয়ের পাতায়

মেট্রোয় নগন্য যাত্রী অন্যবারের তুলনায় স্বস্তি দিয়েছে পুজোর কলকাতাকে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : এবার পুজোর ক'দিনে মেট্রোয় যাত্রী অন্যবারের পুজোর তুলনায় যৎসামান্য হয়েছে। পুজোয় মন্ডপে মন্ডপে অপেক্ষাকৃত কম ভিড়ের একটা বড় কারণ এটাই।

মেট্রো সূত্রের খবর, স্বাভাবিক সময় সাধারণ দিনে মেট্রোয় প্রায় সাত লাখ যাত্রী চলাচল করে। পুজোর সময় তা বেড়ে প্রায় আট থেকে সাড়ে আট লাখ হয়। এবার পুজোর চারদিন উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো করিডরে যাত্রী হয়েছিল যথাক্রমে - ৩৪,৪০৯, ৩১,০১১, ২৭,০৩২ এবং ২৩,৭৯৪ জন। অর্থাৎ, চার দিনে মোট যাত্রী ১,১৬,২৪৬। মেট্রো রেলের সঙ্গে যুক্ত প্রবীন কর্মীরাও কেউ মনে করতে পারছেন না, এত কম যাত্রী মেট্রোয় কবে হয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভিড় এড়াতে পুজোর চারদিন নিয়ন্ত্রিত পরিষেবা দিয়েছে মেট্রো। এই ক'দিন সারাদিনে কবি সুভাষ থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত মাত্র ৬৮টি মেট্রো চলেছে। এদিকে মঙ্গলবার থেকে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে কলকাতার লাইফ লাইন মেট্রো। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ই-পাসের কড়াকড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে ষাটোর্ধ মানুষরা নিজেদের সচিত্র পরিচয় পত্র নিয়ে মেট্রোয় চলাচল করতে পারবেন। তবে অবশ্যই তাঁদের স্মার্ট কার্ড গ্রাহক হতে হবে। তবে সাধারণ নাগরিকদের জন্য ই-পাস আবশ্যক বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ১৫২টি। এদিন থেকেই দুটি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে মাত্র আট মিনিট অন্তর মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।এদিন উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্ত থেকে সকাল আটটায় প্রথম মেট্রো পরিষেবা চালু হয়। দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ন'টায়। তবে নোয়াপাড়া থেকে শেষ মেট্রোর সময়সীমা হবে রাত আটটা ৫৫ মিনিট।

আজ প্রথম দফায় ৭১টি আসনে নির্বাচন, ভোটের আবহ বিহারে

পাটনা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): প্রতীক্ষা শেষ। ২৮ অক্টোবর, বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভার ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় বুধবার বিহারের ১৬টি জেলার ৭১টি আসনে প্রার্থীদের ভাগ্য ইভিএমবন্দি হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে করোনাবিধি মেনে সুষ্ঠু ভাবে ভোট করানোই নির্বাচন কমিশনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কোভিড-সংক্রমণের মধ্যে ভোটগ্রহণ ঘিরে একাধিক বন্দোবস্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। বুথের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনই মেয়াদ বেড়েছে ভোটগ্রহণের সময়সীমারও। সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোট। মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা ছাড়া ভোটগ্রহণ নেওয়া হবে বিকেল ৫টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়াও হবে এই প্রথম।

বিহারে ভোটের লড়াই মূলত দ্বিমুখী। এনডিএ জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নীতীশ কুমার। বিজেপি-জেডিইউ ছাড়াও এই জোটে শামিল বিকাশশীল ইনসান পার্টি এবং হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা। প্রতিপক্ষে রয়েছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির 'মহাগঠবন্ধন'। তেজস্বী যাদব এই মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। এনডিএ জোটে থাকলেও সদ্য প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) একা লড়ছে ভোটে।

প্রথম দফার ভোট মিটলে, বিহারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে-যথাক্রমে ৩ এবং ৭ নভেম্বর। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর। দ্বিতীয় দফায়-৩ নভেম্বর ১৭টি জেলার ৯৪টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায়-৭ নভেম্বর ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ।

করোনা-আক্রান্ত রামদাস অঠওয়ালের, চিকিৎসাধীন বম্বে হাসপাতালে

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-র সভাপতি রামদাস অঠওয়ালে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী রামদাস অঠওয়ালে নিজেই জানিয়েছেন, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো তিনি ভর্তি হয়েছেন মুম্বইয়ের হাসপাতালে। রামদাস অঠওয়ালে টুইট করে জানিয়েছেন, আমার কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো কিছুদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও কোভিড-১৯ টেস্ট করিয়েনিন। নিজেদের যত্ন নিন এবং সুস্থ থাকুন।

সোমবারই মুম্বইয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস অঠওয়ালের উপস্থিতিতে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-তে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেতর্রী পায়েল ঘোষ। পায়েলের হাতে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-র দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং রামদাস অঠওয়ালে। পরবর্তী দিনই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করোনা-আক্রান্ত হওয়ায় অভিনেত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

শুধুমাত্র রামদাস অঠওয়ালে নন, এদিনই এনসিপি নেতা এবং রাইগড়ের সাংসদ সুনীল টটকরে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরেও থাবা বসিয়েছে করোনাভাইরাস। সুনীল জানিয়েছেন, মঙ্গলবার আমার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছি। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা ও আশীর্বাদে আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে আপনাদের সেবায় ফিরে আসব।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা নিয়ে দুই সাংসদের উদ্বেগ

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা নিয়ে উদ্বেগ জানালেন বিজেপি-র দুই সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত এবং দিলীপ ঘোষ।দাঁতনের বিজেপি কর্মী বাচ্চু বেরা নৃশংসভাবে খুন হন। সোমবার তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার স্বপনবাবু টুইটে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক খুনোখুনির শেষ নেই। এই জিনিস চলছেই। মেদিনীপুরের দাঁতনের বিজেপি কর্মী বাচ্চু বেরা নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। বিজয়ার শুভ দিনে আমরা নিশ্চিত, মা দুর্গার ভূমিতে শুভ শক্তির কাছে অশুভ শক্তি পরাস্ত হবে। আসছে বছর এইসব অশুভ শক্তি বিলুপ্ত হবে পবিত্র ভূমি থেকে।

দিলীপবাবু ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর থানার বুথ কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন বাচ্চু। দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। তাঁকে বাড়ি থেকে রবিবার তুলে নিয়ে যায় তৃণমূল সমর্থকরা। সে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় যে দল শাসন করে তারা হিংসাকে রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়েছে। এটাই তাদের নীতি। আর, প্রতিদিন আমাদের কর্মীদের বলিদান দিতে হচ্ছে। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করবে। ১২০ জন বিজেপি কর্মী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বলিদান দিয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজরদারিতেই হাথরাস মামলা : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): হাথরাস মামলায় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর তদন্তে নজর রাখবে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানেই চলবে উত্তর প্রদেশের হাথরাসের দলিত তরুণীকে গণধর্ষণ ও খুনের মামলা। মঙ্গলবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। তদন্তের প্রতিটি বিষয়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এলাহাবাদ হাইকোর্টকেই জানাবে সিবিআই। উত্তর প্রদেশ থেকে দিল্লিতে হাথরাস মামলা স্থানান্তরের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্ত শেষের পরই মামলাটি স্থানান্তরিত হবে কি না তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এলাবাবাদ হাইকোর্টকে মামলার প্রতিটি বিষয়ে নজর রাখতে, এমনকি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন ৩-সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

দূষণ রোধে একাদশীর দিনও গঙ্গায় কড়া নজরদারি কলকাতা পুরসভার

কলকাতা,২৭ অক্টোবর (হি. স.) : দশমির পরে একাদশীতেও কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে চলছে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে হচ্ছে প্রতিমা বিসর্জন। তাই যাতে কোনোভাবেই গঙ্গার জল দূষিত না হয় তাই একাদশীর দিনও কড়া কলকাতা পুরসভা। প্রতিবছরই দশমী একাদশীর দিন শহরতলীর বহু প্রতিমা বিসর্জন হয় গঙ্গায়। তবে প্রতিবছরের তুলনায় এবছরটা একটু আলাদা। কারণ এইবছর শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। আর তাই জল দূষণ রুখতে মঙ্গলবার ও কলকাতা পুরসভার তৎপরতা। দূষণ ঠেকাতে বিসর্জনে করা হয়েছে কড়াকড়ি। জলে ছুঁইয়েই তুলে নেওয়া হচ্ছে প্রতিমা। আর ফুল ফেলার রাখা হয়েছে নির্দিষ্ট জায়গা।এদিন বাজা কদমতলা ঘাটে কলকাতা পৌরনিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য ও উদ্যান বিভাগের প্রধান দেবাশিস কুমার পর্যবেক্ষণে গিয়ে জানান,''গতকালই কলকাতার ৫০ শতাংশ প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে বিভিন্ন ঘাটে। বাজা কদমতলা ঘাটে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৬০০ প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। আজ দিনভর প্রতিমা নিরঞ্জন চলবে। দ্রুত প্রতিমা নিরঞ্জন করে ঘাটগুলি থেকে কাঠামো সাফাই করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রতিমা গঙ্গায় নিরঞ্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই পৌরনিগমের ক্রেনের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোগুলিকে তুলে ফেলা হচ্ছে। জল থেকে তুলে ঘাটের ধারে রাখা হচ্ছে। সেই সঙ্গেই পুজোর সামগ্রী ফুল বেলপাতা ঘাটের ধারে রাখা হচ্ছে''।

পেশোয়ারে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণে মৃত ৮, জখম কমপক্ষে ১১০ জন

পেশোয়ার, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের পেশোয়ারে, মাদ্রাসার ভিতরে শক্তিশালী বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৮ জন। এছাড়াও জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১১০ জন। মঙ্গলবার সকালে পেশোয়ারের দির কলোনীতে অবস্থিত জামিয়া জুবেরিয়া মাদ্রাসার ভিতরে বিস্ফোরণ হয়। হতাহতদের মধ্যে শিশু এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা রয়েছেন। মৃত ৮ জনের মধ্যে ৪ জন পড়ুয়া, তাঁদের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় কোরান ক্লাস চলাকালীন আচমকাই জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়।খাইবার পাখতুনখাওয়ার পুলিশ প্রধান সানাউল্লাহ আব্বাসি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে জামিয়া জুবেরিয়া মাদ্রাসায় ক্লাস চলাকালীন জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের এবং কমপক্ষে ১১০ জন জখম হয়েছেন। পুলিশ সুপার (অপারেশন) মানসুর অমন জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের জন্য প্রায় ৫ কেজি ওজনের ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াকার আজিম নামে একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, কোরান ক্লাস চলাকালীন বিস্ফোরণ হয়। কেউ একজন সেমিনারির ভিতরে ব্যাগ নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। যে কয়েকজন বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন তাঁদের লেডি রাইডিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গি সংগঠন।

চুঁচুড়ায় নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

হুগলি, ২৭ অক্টোবর (হি. স.): চলতি মাসের ১১তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ চুঁচুড়া কামারপাড়া রায়েরবেড় এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু মাল(২৩) বাড়ির কাছ থেকেই অপহৃত হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে চুঁচুড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতি বিশাল দাসই তাঁকে অপহরন করে। বিষ্ণুর এক বান্ধবীর প্রতি কুনজর ছিলো বিশালের। সেই বান্ধবীর সাথে বিষ্ণুর সম্পর্ক ভালোভাবে নেয়নি বিশাল। সেজন্যই বিষ্ণুকে অপহরন করেছে বিশাল এন্ড কোং। টানা ৮দিন হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত বিশালের নাগাল পায়নি চুঁচুড়া থানার পুলিশ। ফলে বিষ্ণুকেও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। অবিলম্বে বিষ্ণুকে উদ্ধারের দাবীতে আজ চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে পথ অবরোধে সামিল হয় কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। বেশকিছুক্ষন অবরোধ চলার পর তাঁরা চুঁচুড়া থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনায় আটক হয় বিশালের দুই সাগরেদ।তাদের জিঙ্গাসাবাদ করে অবশেষে আজ সকালে বৈদ্যবাটী দিল্লীরোডের পাশে উদ্ধার হয় বিষ্ণুর দেহের কিছু অংশ। পুলিশের মতে দুস্কৃতিদের জিঙ্গাসাবাদ করে জানা যায় অপহরণের দিন ই খুন করা হয় বিষ্ণুকে। তারপর দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে বিভিন্ন যায়গায় ফেলা হয়। তারই অংশ বিশেষ আজ উদ্ধার করে পুলিশ। সম্পূর্ণ পচে যাওয়া দেহাবশেষ সনাক্ত করার জন্য ধৃত দুই দুস্কৃতিকে শ্রীরামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হতে পারে।ত্রিকোন প্রেমের জেরে না অন্য কোনো কারনে এই যুবককে মেরে ফেলে হলো তা খতিয়ে দেখছে চন্দননগরের কমিশনারেটের পুলিশ।

আনন্দপুরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পরল বাড়ি

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর মরশুমে খাস কলকাতায় দুর্ঘটনা। আনন্দপুর থানা এলাকায় হঠাৎই মঙ্গলবার একাদশীর দিন ভেঙে পড়ল দোতলা বাড়ির একাংশ। বাড়ি ভেঙে পড়ায় আহত এক। কিভাবে ভাঙলো বাড়ি খতিয়ে দেখছে আনন্দপুর থানার পুলিশ।

জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৪৫ নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ পায় স্থানীয়রা। শব্দ পেয়ে ছুটে আসে স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে এসে দেখা যায় আনন্দপুর থানা এলাকায় একটি দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে। ওই বাড়ির দোতলা ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তার একটি বিদ্যুতের খুঁটি। ওই বাড়ি ভেঙ্গে পরায় পাশের একটি টালির বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই দোতলা বাড়িটি ভেঙে পড়ায় ওই বাড়িরই এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, কিভাবেই বা ভেঙে পড়ল এই বাড়িটি তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিভিন্ন ঘাটে একাদশীর দিনও চলছে প্রতিমা বিসর্জন

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.) : একদিকে করোনা অন্যদিকে উমাকে বিদায় জানানোর পালা। দুইয়ে মিলিয়ে মন খারাপ বাঙালির। দশমির দিন ঠাকুর বিসর্জনের পাশাপাশি আজ মঙ্গলবার একাদশীর দিন শহরের বিভিন্ন ঘাটে চলছে প্রতিমা বিসর্জন।

প্রতিবছরই দশমী একাদশীতে গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন হয় বহু দূর্গা প্রতিমার। বিভিন্ন ঘাটে দূর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ভিড় জমায় শহরবাসী। যদিও চলতি বছর করোনা কাঁটায় প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নিয়ম। চলতি বছর হচ্ছে না শোভাযাত্রা। হচ্ছে না নাচ। একাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে একাদশীর দিনও চলছে বিসর্জন। তবে এই বছর আগে থেকেই তৎপর কলকাতা পুরসভা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তিক্ততার অবসান, বিজয়ায় দিলীপের পা ছুঁয়ে প্রণাম সৌমিত্রর

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দলের মধ্যে কোনও রকম অন্তর্দন্দ্ব চায় না গেরুয়া শিবির। আবারও তার প্রমাণ মিলল। বিবাদমান দু'পক্ষকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন বিজেপি নেতারা। মঙ্গলবার সকালে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিজয়ার প্রণাম করলেন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির সভাপতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল সেই জটিলতার কার্যত এভাবে তিনি অবসান করলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন সকালে দলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের সল্টলেকের বাড়িতে যান সৌমিত্র খাঁ। দিলীপ বাবুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সারেন তিনি। দু''জনের মধ্যে উপহারের বিনিময় হয়। একই সঙ্গে দীলিপবাবুর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি। আপ্লুত দিলীপও গায়ে হাত বুলিয়ে শুভেচ্ছা জানান সৌমিত্রকে। তারপর কাটল বেশ কিছু মুহূর্ত। ফেসবুকে সেই ছবি আপলোড করে সৌমিত্র লিখেছেন, 'দাদার বাড়িতে গিয়ে বিজয়ার প্রণাম করে এলাম।' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই দিলীপ ঘোষ যুব মোর্চার সব সাংগঠনিক কমিটি ভেঙে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। এর পরেই দিলীপ ঘোষের সঙ্গে সৌমিত্র খাঁ সম্পর্কের তিক্ততা শুরু হয়। দলীয় হোয়াৎসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে যান সৌমিত্র বাবু। জানান যুব মোর্চা সভাপতির পদ ছেড়ে দেবেন তিনি। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কয়েক ঘন্টা কাটার আগেই ফের দলে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করেন নিজের মুখেই।

হর্ষবর্ধন

● প্রথম পাতার পর

করোনা মতন মহামারী পরীক্ষা করে দেখার পরীক্ষাগার আগে যেখানে কেবল একটি মাত্র ছিল। সেই সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০৬। করোনা চিকিৎসার জন্য বিশেষ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কেয়ার সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়ে তোলা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা

● প্রথম পাতার পর

ফেনি নদীর উপর নির্মীয়মাণ সেতু আগামী ডিসেম্বরেই চালু হয়ে যাবে। তাতে চিটাগাং বন্দরের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলি দারুণভাবে সহায়ক হবে।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। ফলে, সারা ত্রিপুরায় সিএনজি পাইপ লাইনের সম্প্রসারণ দ্রুত গতিতে চলছে। তিনি জানান, শীঘ্রই ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম সিএনজি রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চলেছে। তবে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকড়ি-র পরামর্শ মেনে মিথেন গ্যাস-র ব্যবহার নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের পর্যালোচনা করার জন্য বলা হবে।

বিষয়ে আলোচনা

আটের পাতার পর

স্থিতিশীল এবং নিয়ম-ভিত্তিক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সুরক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দক্ষতা তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন।

শাসকের

● প্রথম পাতার পর

ওই প্যান্ডেলে।

প্রশ্ন থেকেই যায়, শুধু ভারতরত্ন সংঘ নয়, প্রায় প্রতিটি প্যান্ডেলে পুজোর প্রথম দিন থেকেই প্রশাসনের নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি ভঙ্গ করা হয়েছে কিন্তু প্রশাসন কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। পূজোর তিনদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আশ্চর্যজনক ভাবে শেষ দিনে নোটিশ জারি করেছে।

৪ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা সরকার নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত ক্লাব, পূজা কমিটি, পূজা সংগঠকদের জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পূর্বের অনুমতি নিতে হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশিকা ১২ ই অক্টোবর জারি করে পূজা আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক এবং পুরোহিতদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা জারি করেছে। সেই সাথে আরও কিছু নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে কোন ধরনের নির্দেশিকাই মানা হয়নি।

বিসর্জনের সিংহভাগ

পাচের পাতার পর

বিসর্জন দেওয়া যায়। মূল ঘাটগুলির মধ্যে রাজাবাগান, নাদিয়াল, গার্ডেনরিচ এলাকায় একটি করে, দক্ষিণ বন্দর থানা এলাকায় তিনটি ও উত্তর বন্দর এলাকায় ১৮টিতে বিসর্জন দেওয়া যায়। এ ছাড়াও রয়েছে ছ'টি ছোট ঘাট, সেখানও দেওয়া যেতে পারে বিসর্জন।

লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, ৩০টি ঘাটেই মোতায়েন আছে অতিরিক্ত সংখ্যক ডিএমজি কর্মী ও ডুবুরি। প্রত্যেকটি ঘাটে আছে নৌকা। যদি কোনও অঘটন ঘটে অথবা কাউকে ভেসে যেতে দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ডিএমজি কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করবেন। স্থানীয় মাঝিদের সাহায্য নেওয়া হবে। একই সঙ্গে এই চারদিন ওয়াটার জেট স্কি ও স্পিডবোটে জলপুলিশ গঙ্গাজুড়ে টহল দিচ্ছে বলে জানিয়েছে লালবাজার।

বিসর্জন প্রক্রিয়া

পাচের পাতার পর

আগামী উনত্রিশ তারিখের মধ্যে জেলার জায়গায় ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হবে।দশমীর দিন জেলার বেশ কিছু ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে বিসর্জন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে।বিসর্জন ঘিরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। পুলিশ জানিয়েছে এবার বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দর্শনার্থীরাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।তারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন " জেলার পুরো পুলিশ টিম পুজার দিন গুলি ভাল কাজ করেছে।পুজা কমিটির সদস্যারা সমন্বয় বাজায় রেখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে দিয়েছিলেন।মানুষ সুন্দরভাবে পুজা উপভোগ করেছেন।আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিসর্জনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।"

গ্রেফতার এক

তিনের পাতার পর

পুলিশ নিহত ব্যক্তির ছেলের বয়ানের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে গ্রামপ্রধানের ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। তবে বাকি তিন দুষ্কৃতকারীকে এখনও পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

উল্লেখ্য, মাইবাং মহকুমার কালাচাঁদ এলাকায় গত কিছুদিন থেকে কতিপয় যুবকের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। অপহরণ হত্যা ছিনতাই সহ অর্থ দাবির মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে স্থানীয় বেশ কিছু যুবক।

কাঠগড়ায় শাসক দল

তিনের পাতার পর

পার্শবর্তী উড়িশ্যা ও ঝাড়খণ্ডেও বিখ্যাত। প্রতি বছরের মতো এবারও আয়োজন হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্থানীয় মানুষকে অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। মাইকে আগের দিন থেকে সব রকম প্রচার করা হয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে উদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন, শুধুমাত্র নিয়মরক্ষা করতে এবার রাবণ দহন করা হবে বলে জানানো হয়। তবে তাতে কেউ সাড়া দেননি।

বিলোনীয়ায় কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ অক্টোবর।। উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর সম্ভাব্য পর্ষদ পরিচলিত এইবছরের মাধ্যমিক পরিক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম দশে উঠে আসা সমীক সাহাকে সম্বর্ধনা জানালো ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (এইচ. বি. রোড) বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটি। মংলবার সন্ধ্যায় শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বরা কৃতি ছাত্র সমীকের বাড়িতে যায়। বিলোনিয়ার বনকর পি ডাব্লিউ ডি কমপ্লেক্স এলাকায় বাড়ি সমিক ২০২০ সালে বিলোনিয়া ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে পরিক্ষায় বসেছিল। ফলাফল ঘোষনার পর সে মোট ৪৭০ নম্বর পায়। ফলাফলে সন্তুষ্ট না হতে পেরে খাতা পুনমূল্যায়নের জন্য আবেদন করে পর্ষদে। এতেই সাফল্য পায় সমীক। এতে বাংলা ও সমাজ বিদ্যায় নম্বর বাড়ায়, ৪৭৬ পেয়ে সম্ভাব্য মেধাতালিকায় নিজের নাম তুলতে সক্ষম হয় বিলোনিয়ার কৃতি সমীক। প্রসংগত, সমীক সাহার বাবা শুভাশিস সাহা সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসেবে বিলোনিয়ার কুকিছড়া দ্বাদশ শ্রনী বিদ্যালয়ে ও মা অপর্না সাহা পূর্ব কলাবাড়িয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কর্মরত। সমীকের সাফল্যের খবর পেয়ে মংলবার তার বাড়িতে যান টি জিটিএ (এইচ. বি. রোড) বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি বিপ্লব ভূঁইয়া, সম্পাদক জীবন শীল, উত্তম আর্য, রাকেশ দেবনাথ। ফুলের তোরা , ও সামান্য উপহার তুলে দিয়ে তার সফলতার জন্য শুভেচ্ছা জানান নেতৃত্বরা।

দিনদুপুরে চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজি চৌমুহনী এলাকায় কালীবাড়িতে দিন দুপুরে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছে এক চোর। চুরি করতে আসলে বাড়ির লোক সংখ্যা তা দেখে ফেলেন। পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে স্থানীয়রা বের হয়ে আসেন। চোরকে তারা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতার গণপ্রহারে চোর গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।পুলিশ ছুটে গিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে আহত চোরকে উদ্ধার করে।দিন দুপুরে রাজধানীর আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ ধরনের চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন পরেই নেতাজি চৌমুনী সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিত চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।পরপর এসব চুরির ঘটনা ঘটতে থাকলো পুলিশ এ ব্যাপারে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা পর পর এসব ঘটনা সংঘটিত করেছে।

আহত চার

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে এবং তার চিকিৎসা চলছে।

তৃতীয়ত, গত ২৬ অক্টোবর 'মহা দশমী' দিবসে, ৬০ বছর বয়সী গোপাল ধর বেলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত মাতাই এলাকায় রাস্তার পাশে হাঁটছিলেন। একটি মোটরসাইকেলের বহনকারী বৃদ্ধকে ধাক্কা মারে। আরোহী একই মহকুমার কোলাবাড়ী এলাকার শ্যামল শীল নামে পরিচিত এবং তিনি আহতও হন। উভয়কেই জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে এবং মঙ্গলবার গোপাল ধর মারা যান।

চতুর্থ দুর্ঘটনাটি মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় ঘটেছিল যেখানে সঞ্জয় চৌধুরী (৩৮) মোটরসাইকেলের চালককে একটি অল্টোর গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। সঞ্জয়কে বেলোনিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসকরা তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন।

পঞ্চম দুর্ঘটনাটি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় গতকাল রাত দশটার দিকে ঘটে। রোয়া ব্রিক্সের কাছে নবীন চন্দ্র দেবনাথ ২৮ বছর বয়সী ব্যক্তি একটি থামানো ১০-চাকার ট্রাক এর সাথে সংঘর্ষে পড়ে। নবীন জয়গুরু মেডিকেল হলের মালিক। স্থানীয় লোকজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন সেখানে উপস্থিত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। প্রায় দেড় বছর আগে নবীন বিয়ে করেছিলেন।

ষষ্ঠ ঘটনাটি দশমীর রাতে উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি পুরাতন ইট ভাটার সামনে এক বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন আগরতলা বড়দোয়ালির বাসিন্দা অমিত পাল। অমিত পালের বয়স সাতাশ বৎসর। অমিতের বাবার নাম অরুণ পাল। গতকাল দশমীর সন্ধ্যায় অমিত আগরতলা থেকে উদয়পুর জামজুড়ি সুধা ঘোষের পুরাতন ইট ভাটা সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে দিদি কুট্টি পালের বাড়ির গেটের সামনে যাওয়া মাত্র একটি বাইক সজোরে ধাক্কা দেয়।. ফলে অমিত ঘোরতর আহত হলে স্থানীয় জনগণ উদয়পুর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অমিত সহ বাইকের চালক প্রসেনজিত দাসকে উদয়পুর তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান অল্প কিছুক্ষণ চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে অমিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শেষ দুর্ঘটনাটি বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত রাস্তার মাথা এলাকায় ঘটে। বোলেরো এবং মারুতির গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গত ২৫ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে। বিশালগড় ফায়ার টেন্ডার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মারুতি গাড়ির চালক জামাল হোসেনকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। পরে তার গুরুতর অবস্থা দেখে তাকে টিএমসিতে স্থানান্তর করা হয়।

৪৮ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দা রতন ধুপি আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী আলোরানি ধুপি জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী বিজেপি দলের সদস্য। কিন্তু স্বদলীয়দের হাতেই তিনি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। দুই দফায় তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। তাই অপমানে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, বাড়ির পাশের রবার বাগানে সবার অলক্ষ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তাঁর স্বামী রতন ধুপি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে নিয়ে গেছে। স্বামীর মৃত্যুর জন্য শাসক দল বিজেপি-র তিন কর্মী প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, জয়দেব দেবনাথ ও কালু দে-র বিরুদ্ধে বিলোনিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে ন্যায় বিচার চেয়েছেন আলোরানি ধুপি। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

আজ উনকোটি জেলার কৈলাসহরেও এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর নাম রবি সিং (৪০)। ধর্মনগরের হাফলং এলাকার বাসিন্দা রবি সিং এবং কালাচান একসাথে কৈলাসহরে থাকতেন। আজ সকালে রবির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে কালা চানকে গ্রেফতার করেছে। এদিকে, গোমতি জেলার অমরপুর মহকুমার দেববাড়ি এলাকার যদি-তে ভাসমান এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এদিকে, অন্য একটি ঘটনায় দুর্গাপূজার নবমীর দিন বিশালগড় থানার অধীন গকুলনগর এলাকায় রেখা সরকার নামে এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি নিজ বাড়ির শৌচালয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। কিন্তু, কেন এই মহিলা আত্মহত্যা করেছে তা বুঝতে পারছেননা বাড়ির লোকজনেরা। তবে, জানা গিয়েছে ওই মহিলা বেশকিছুদিন যাবত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

মলয়নগরে

● প্রথম পাতার পর

অব্যাহত রয়েছে। এর পেছনে কোন না কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিমত। টানা পাঁচদন ধরে মা এবং মেয়ে নিখোঁজ থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

অবিলম্বে মা এবং মেয়েকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।পাশাপাশি এ ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে তাদের পরিবারে কোনো ধরনের ঝামেলা ছিল না।তবে কেন মেয়েকে নিয়ে মা বাড়ি থেকে গা-ঢাকা দিয়েছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

রাজ্যে চারটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা কেন্দ্রের, আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.) : চাইলেন ৯০০ কোটি টাকা। পেলেন ৭,৫২৩ কোটি টাকার উপহার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ির ঘোষণায় রীতিমতো চমকে গেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সরল জবাব, যা চেয়েছি তা থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। তাতে স্পষ্ট, দুর্গোৎসবের সমাপ্তিতে কেন্দ্রের এই উপহারে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ত্রিপুরায় নয়টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রের কাছে জাইকা প্রকল্পে ৯০০ কোটি টাকা অনুমোদনের জন্য সহায়তা চেয়েছিলেন বলে জানান। সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ ত্রিপুরায় আরও ৩৬৬ কিমি দীর্ঘ জাতীয় সড়ক নির্মাণে ৭,৫২৩ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় ভূতল, পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতি গডকড়ি এদিন বলেন, ত্রিপুরায় আরও চারটি প্রকল্পের ঘোষণা করছি। ৩৬৬ কিমি দীর্ঘ ওই জাতীয় সড়ক নির্মাণে ৭,৫২৩ কোটি টাকা খরচ করা হবে। তাঁর কথায়, খোয়াই-তেলিয়ামুড়া-ঘনিরাম জাতীয় সড়ক নির্মাণে ১,৩০০ কোটি খরচ করা হবে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ডিপিআর প্রস্তুত হয়ে যাবে। সাথে তিনি যোগ করেন, মনু-শিমলুঙ ৫৫ কিমি জাতীয় সড়ক নির্মাণে ১,০০৪ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এই জাতীয় সড়ক নির্মাণেও ডিপিআর ডিসেম্বরেই প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে আগরতলায় নতুন বাইপাস নির্মাণ করা হবে। ওই বাইপাস আগরতলা বিমানবন্দর থেকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পর্যন্ত যাতায়াতে সুবিধা হবে। ওই বাইপাস নির্মাণে ১,০০০ কোটি টাকা খরচ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁর আশ্বাস, ওই বাইপাসের ডিপিআর ডিসেম্বরেই প্রস্তুত হবে। এছাড়া, ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক করিডোরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য চোরাইবাড়ি থেকে আগরতলা ১৭২ কিমি দীর্ঘ জাতীয় সড়ক নির্মাণে ৪,৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। ওই প্রকল্পের ডিপিআর ২০২১ সালের জানুয়ারি নাগাদ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

তাঁর দাবি, ওই নতুন চারটি প্রকল্পের কাজ আগামী বছর শুরু করার চেষ্টা চলছে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যখন কিছু চেয়েছি তার থেকে অনেক বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর বক্তব্য, চেয়েছিলাম ৯০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি ৭,৫২৩ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এতে ত্রিপুরার মানুষ ভীষণ উপকৃত হবেন। তাঁর কথায়, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে ৫,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটবে। তাঁর দাবি, ওই প্রকল্পগুলি কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

ভারতের

● প্রথম পাতার পর

হামলায় মূল দোষীদের বিরুদ্ধে যাতে সাজা হয় সেই ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে পাকিস্তানকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে হওয়া মঙ্গলবার ২২ বৈঠকে সীমান্ত সন্ত্রাসসহ সমস্ত ধরনের জঙ্গী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিন্দা করা হয়। আন্তর্জাতিক জঙ্গি দমন প্রসঙ্গে যে আগামী দিনে একযোগে কাজ করবে তা এদিনের বৈঠকে নিশ্চিত হয় বলে জানা গিয়েছে। আগামী দিনে এই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ১৭ তম ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাউন্টার টেরোরিজম জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী দিনে দুই দেশ জঙ্গিদের মদদদাতা এবং জঙ্গী সংক্রান্ত একাধিক তথ্য একে অন্যকে সরবরাহ করবে বলে বৈঠকে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে দুই দেশ। এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন গুলির কার্যকলাপের ওপর নজরদারি চালাবে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৮ জন পাকিস্তানি নাগরিককে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা করল ভারত। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই ১৮ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারতের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সংগঠিত এবং পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আন-লফুল অ্যাক্টিভিটি (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট ধারায় এদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই সকল পাকিস্তানি নাগরিকদের খোঁজে রয়েছে ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো।

এই সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদীরা লস্কর-ই-তৈবা, ফালাহ ই ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন, হিজব উল মুজাহিদিন, জইশ-ই-মহম্মদ, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতন জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত। এই তালিকায় দাউদ ইব্রাহিমের ডানহাত বলে কুখ্যাত ছোটা শাকিল এর নাম রয়েছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ভটকল ভাইদের নাম রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এই সকল পাকিস্তানি নাগরিকরা সীমান্তবর্তী এলাকায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করতে সর্বদা সচেষ্ট। ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সাজিদ মির ওরফে সাজিদ মাজিদের নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিরোধী দলনেতাকে মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত করার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, স্বেচ্ছায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী চিকিৎসকদের প্রত্যেককেই সাতদিনের জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং নার্সদের ২০,০০০ টাকা সাম্মানিক প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রাপ্য সাম্মানিক মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, স্বেচ্ছায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ চিকিৎসকই সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেয়ে বরং জনস্বার্থে কোভিড চিকিৎসায় এগিয়ে আসা জরুরি, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে যখন চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে তখন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী চিকিৎসকদের ১০ শতাংশ নম্বর বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাতে স্পষ্ট, ত্রিপুরার মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সদর্থক চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। যথাসময়ে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তিনি জানান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (ত্রিপুরা) পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ২৭৪ জন চুক্তিবদ্ধ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে ১৪৯ জন এমবিবিএস অ্যাডহকভুক্তকে নিয়মিত এবং ১৩৯ জন নতুন এমবিবিএস উত্তীর্ণদের নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন হয়েছে। তাঁর দাবি, ২০১৮ সালের আগে থেকেই এমবিবিএস উত্তীর্ণ ও নিযুক্তির মধ্যে ফারাক চলে আসছে। এটি নতুন কোনও বিষয় নয়। সুতরাং এ নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না।

গবাদী পশু চুরি

আটের পাতার পর

গরু চুরি সহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।খোয়াই সীমান্তে বিএসএফের টহলদারি থাকলেও বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে এ ধরনের চুরির ঘটনা এবং পাচারের ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। খোয়াই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের টহলদারি আরও বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

পাঁচটি দোকান

আটের পাতার পর

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ছড়া বাজার পরিদর্শন করেছেন। বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছেন মন্ত্রী শ্রী দেববর্মা।ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যবসায়ী পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আশ্বস্ত করেছেন রাজস্ব মন্ত্রী। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

াঙ্গন

আজ হাসবে মাদ্রিদের দুই পরাশক্তি?

'প্রথম ম্যাচে হারের পর এই ম্যাচের গুরুত্ব আমরা জানি। জয়ের চাপ আছে আমাদের ওপর। এই ম্যাচটা ফাইনালের চেয়ে কমও না বেশিও না'সংবাদ সম্মেলনে আগেই ঘোষণা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার টনি ক্রুস। আর কয়েক ঘণ্টা পরই বরুসিয়া ম'গ্লাডবাখের মাঠে রিয়ালের এ মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। হার দিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে শুরু করা রিয়াল আজও হারলে ইতিহাস জিনেদিন জিদানের দলের বিপক্ষে দাঁড়াবে।

কীসের ইতিহাসসে কথায় আসার আগে মাদ্রিদের দুটি ক্লাবের সাম্প্রতিকতম অবস্থা জেনে নেওয়া ভালো। সবশেষ ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চাপ কিছুটা কমিয়েছে রিয়াল। কিন্তু বার্সাকে তারা হারিয়েছে লা লিগায়, তার আগে শাখতার দোনেৎস্কের মতো সাদামাটা ক্লাবের কাছে হেরেছে চ্যাম্পিয়নস লিগে। যতই 'এল ক্লাসিকো' জিতুক আজ চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর চাপটা তাই থাকবে রিয়ালের ওপর। ওদিকে আতলেতিকোর অবস্থাও মাদ্রিদের শ্রেয়তর ক্লাবটির মতো। চাপটা আছে ঘুরে দাঁড়ানোর। বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৪-০ গোলের হারে চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু করে সিমিওনের দল। এরপর লা লিগায় রিয়াল বেতিসকে ২-০ গোলে হারিয়ে রিয়ালের মতো আতলেতিকোও জয়ের পথে ফিরেছে। আজ তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়ান ক্লাব সালজবুর্গ। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় আতলেতিকো এর আগে কখনো এই দলের মুখোমুখি হয়নি। অজানা না হলেও অচেনা সালজবুর্গের বিপক্ষে তাই সিমিওনের দলের একটু সাবধানী থাকাই স্বাভাবিক।

ম'গ্লাডবাখ অবশ্য রিয়ালের কাছে একেবারে অচেনা কোনো দল নয়। দুই দলের সর্বশেষ দেখা হয়েছিল ৩৫ বছর আগে১৯৮৫ উয়েফা কাপে। দুই লেগ মিলিয়ে অ্যাওয়ে গোলের হিসেবে পরের রাউন্ডে উঠেছিল রিয়াল। সেই স্মৃতি আজকের লড়াইয়ে বড়জোর মানসিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে করিম বেনজেমা-এডেন হ্যাজার্ডদের জন্য।

হ্যাজার্ড! ভুল পড়েননি। চোটের কারণে রিয়ালের হয়ে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হ্যাজার্ড চোট সারিয়ে ওঠায় তাঁকে জার্মানিতে নিয়ে গেছেন রিয়াল কোচ জিদান। তাঁকে খেলানোর পরিকল্পনা আছে ফরাসি কিংবদন্তির। তেমন কিছু ঘটলে দীর্ঘ ৮১ দিন পর হ্যাজার্ডকে মাঠে দেখা যাবে রিয়ালের জার্সিতে। সর্বশেষ ৭ আগস্ট এই চ্যাম্পিয়নস লিগেই ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে মাঠে নেমেছিলেন হ্যাজার্ড।

রিয়ালের সামনে আবার চোখ রাঙাচ্ছে ইতিহাস। ম'গ্লাডবাখের বিপক্ষে হারলে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যাবে জিদানের দল। তখন শেষ ষোলোয় ওঠা নিয়েই লড়াই কঠিন হয়ে যাবে রিয়ালের। আর ইতিহাসও বলছে, চ্যাম্পিয়নস লিগে গত ২০ বছরে প্রথম দুই ম্যাচ হারের পর কখনো শিরোপা জিততে পারেনি কোনো ক্লাব। গত ২০ বছরে শুধু দুটি ক্লাব গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে ড্র করার পর শিরোপা জিততে পেরেছে২০১০ ইন্টার মিলান ও ২০০৪ সালে পোর্তো। তখন এ দুটি দলেরই কোচ ছিলেন জোসে মরিনিও।

জিদানের জন্য এ ম্যাচটা অন্য দিক বিচারেও অর্থবহ। সেটি ফ্রান্স জাতীয় দলে তাঁর সাবেক সতীর্থ লিলিয়ান থুরামের জন্য। ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী দলে সতীর্থ ছিলেন দুজন।

সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে থুরাম জোড়া গোল না করলে ফ্রান্সের সেবার ফাইনালে ওঠা হতো না। তার এক বছর আগে জন্ম হয় মার্কাস থুরামেরসাবেক ফরাসি ডিফেন্ডারের ছেলে। মার্কাস অবশ্য বাবার মতো রাইটব্যাক হননি, তিনি এখন ম'গ্লাডবাখের ফরোয়ার্ড।

শুধু ইতিহাস নয়, সাবেক সতীর্থের ছেলেকে আটকানোর কৌশলও আঁটতে হবে জিদানকে।

তরুণেরা গেইলকে বলে অবসর নেবেন না

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ভাগ্যটা হঠাৎ বদলে গেছে। প্রথম সাত ম্যাচে মাত্র এক জয় পেয়েছিল দলটি। প্রীতি জিনতার দল হঠাৎ করেই এখন প্লে-অফের স্বপ্ন দেখছে। পয়েন্ট টেবিলে চারে চলে এসেছে। বাকি দুই ম্যাচ থেকে একটি জয়ই তাদের প্লে-অফ নিশ্চিত করে দেবে। আইপিএলের মাঝপথেও যে দলের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল প্রায়, তারাই এখন ফর্ম বিবেচনায় অন্যতম ফেবারিট হয়ে উঠেছে। প্রথম সাত ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়া দল সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচই জিতেছে। এমন ফর্মই তাদের কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালসের ওপরে তুলে এনেছে টেবিলে। এর পেছনে ছোট্ট একটি প্রভাবক কাজ করেছে। আইপিএলে প্রথম সাত ম্যাচে বসে থাকা ক্রিস গেইল এবার প্রথম নেমেছেন অষ্টম ম্যাচে এসে। গেইল নামার পর থেকে আর হারতে হয়নি দলটি। এ কারণেই তো ৪২-এ পা রাখা গেইল অবসর নিতে পারেন, এমন ভাবনা মাথাতেই আনতে চায় না দলটির তরুণ ক্রিকেটাররা। গতকাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে আরও একবার টের পাওয়া গেছে গেইল-প্রভাব। ১৫০ রানের লক্ষ্যে খুব ধীরে শুরু করেছিল পাঞ্জাব। কিন্তু গেইল নামার পর ম্যাচের রূপ বদলে গেছে একেবারে। ৬১ বলে ১০০ রানের জুটি গড়েছেন মনদীপ সিংয়ের সঙ্গে। এর মধ্যে গেইলের ইনিংসটি ছিল ২৯ বলে ৫১ রানের। ২ চার ও ৫ ছক্কার ইনিংসেই ম্যাচের মোড় ঘুরে গেছে। এমন এক ইনিংসের পর আবারও স্তুতি বাক্যে ভেসে গেছেন গেইল।ম্যাচ শেষে চল্লিশ পেরিয়েও এমন পারফরম্যান্স করার রহস্য জানিয়েছেন গেইল, 'দল ও নিজের ব্যাপারে খুব ভালো বোধ করছি। সেটাই কাজে লাগাচ্ছি, কিন্তু এখনো অনেক পথ বাকি। খুব ভালো দুজন স্পিনার ছিল, আমাদের দ্রুত মানিয়ে নিতে হয়েছে। তারা কী করছে সেটা দ্রুত বুঝতে হয়েছে। আর একবার ভালো শুরু পাওয়ার পর মনদীপের ওপর চাপও কমে গেছে। সুনীল নারাইন আমাকে বহুবার আউট করেছে। সে বিশ্বের সেরা স্পিনার। তাই বল ঘুরছে এমন এক উইকেট পেলে সেটা কাজে লাগাতেই হবে।'

ম্যাচ শেষে জয়ের দুই নায়ক মনদীপ ও গেইল নিজেদের মধ্যে মজা করছিলেন। মনদীপের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন গেইল। সেখানেই মনদীপ বলেছেন, গেইলের কখনোই অবসর নিয়ে ভাবা উচিত না। উত্তরে গেইল বলেছেন, 'অবসর বাতিল' এবং 'এত দ্রুত কোনো অবসরের ঘোষণা দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।' ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনেও মনদীপ বলেছেন, 'তার কখনো অবসর নেওয়া ঠিক না। সে দারুণ ছন্দে আছেন।

মেসি—রোনালদোর অর্ধেক সাফল্যও পাবেন না কেউ

লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে আগেও কথা বলেছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা। কখনো এগিয়ে রেখেছেন মেসিকে, কখনো আবার রোনালদোকে। কিন্তু এবার আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি হাঁটলেন মাঝ বরাবরম্যারাডোনা দুজনের কাউকেও একে-অপরের চেয়ে এগিয়ে রাখেননি বরং 'বিস্তর' ব্যবধানে পিছিয়ে রাখলেন বাকিদের।ম্যারাডোনার সামনে উৎসবের উপলক্ষ। শুক্রবার ৬০ বছরে পা রাখবেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। এ বিশেষ দিন সামনে রেখে ম্যারাডোনার সাক্ষাৎকার নিয়েছে ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'। ইতিহাসে অন্যতম সেরা এই ফুটবলার সেই সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন মেসি-রোনালদোকে নিয়ে। তর্কযোগ্যভাবে তাঁরা দুজন আধুনিক যুগের সেরা ফুটবলার। ৩০ পার করেও গোলের ধারাবাহিকতা অবিশ্বাস্য, ৬০টি ট্রফি ভাগাভাগি করেছেন তাঁরা, শিরোপা জিতেছেন স্পেন, ইংল্যান্ড ও ইতালিতে। দুজনের ঝুলি মিলিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপাসংখ্যা ৯টি। বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা হিসেবে ম্যারাডোনার মেসি-রোনালদোকে বেছে নেওয়াটা চমকে দেওয়ার মতো কিছু নয়। ম্যারাডোনা বলেন, 'মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো, ক্রিস্টিয়ানো এবং মেসিআমার মতে তারা দুজন বাকিদের চেয়ে বিস্তর এগিয়ে। কেউ তাদের ধারে-কাছে আসতে পারবে বলে মনে করি না। তাদের সাফল্যের অর্ধেকও অর্জন করতে পারবে না কেউ।'

সামনে যেহেতু জন্মদিন, তাই সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারের আলোকে উপহার নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ম্যারাডোনাকে। আর্জেন্টিনার সাবেক এ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইংল্যান্ডকে খোঁচা মারার সুযোগটা ছাড়েননি। ৬০তম জন্মদিনে কোনটা হতো সেরা উপহারএ প্রসঙ্গে ম্যারাডোনা বলেন, 'ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আরেকটি গোল করার স্বপ্ন দেখি। এবার ডান হাতে।'

১৯৮৬ মেক্সিকো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ডান হাতে বিতর্কিত এক গোল করেছিলেন ম্যারাডোনা। রেফারির চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল গোলটি। পরে ম্যারাডোনা ভীষণ বিতর্কিত সেই গোলকে 'হ্যান্ড অব গড' আখ্যা দেন। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর পাশাপাশি নাপোলিকে সিরি 'আ' ও উয়েফা কাপ জিতিয়েছেন ম্যারাডোনা। ইতালিয়ান ক্লাবটিকে সাধারণ থেকে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। নাপোলি সমর্থকদের কাছে ম্যারাডোনা এখনো তাই 'ঈশ্বরতুল্য' মর্যাদা পেয়ে থাকেন। ১৯৮৯ সালে উয়েফা কাপ জেতানোর পর ম্যারাডোনা নাকি নাপোলি ছাড়তে চেয়েছিলেনএমন কথা জানিয়েছেন তিনি নিজেই, 'মার্শেই কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্বিগুণ বেতন দিতে চেয়েছিল। তখন নাপোলিতে খেলি এবং সভাপতি ফেরলাইনো বলেছিলেন ইউরোপিয়ান কাপ (চ্যাম্পিয়নস লিগ) জিতলে তিনি আমাকে যেতে দেবেন।

'নেপলসে ফিরে ক্লাব সভাপতিকে ম্যারাডোনা বলেছিলেন, 'ধন্যবাদ সভাপতি, এতগুলো দারুণ বছরের জন্য।

আমি যাচ্ছি।' ম্যারাডোনার ভাষায় নাপোলি সভাপতি তখন 'এমন ভাব করলেন যে কিছুই বুঝতে পারেননি এবং তিনি পিছু হটলেন।

গল্প এখানেই শেষ।' তবে ফরাসি ক্লাবটির কর্মকর্তারা নাকি তখন ম্যারাডোনার সঙ্গে কথা বলতে ইতালি পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

বিজ্ঞপ্তি

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর নির্দেশিকা মেনে ৫০ শতাংশ পাঠক বসার ব্যবস্থা রেখে ২৭/১০/২০২০ তারিখ থেকে বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী সহ রাজ্যের প্রতিটি পাবলিক লাইব্রেরী পাঠক পরিষেবা প্রদানের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রত্যেক পাঠক/লাইব্রেরী কর্মীকে অবশ্যই ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

পাশাপাশি, পাঠকদের অবগতির জন্য আরো জানানো যাইতেছে যে, বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেকশন, রেফারেন্স সেকশন, রমাপ্রসাদ গবেষণাগার, চিলড্রেন সেকশন লাইব্রেরীর নতুন অ্যানেক্স ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ-কোভিড-১৯ এর নির্দেশিকা মেনে সিনিয়র সিটিজেন এবং চিলড্রেন সেকশন এর পরিষেবা আপাতত বন্ধ থাকিবে।

ধন্যবাদান্তে
(দিলীপ কুমার দাস)
হেড লাইব্রেরীয়ান
বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
আগরতলা, ত্রিপুরা

ICA/D/749/20

প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিন্‌স ভিত্তিক স্কলারশিপ স্কিম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ২০২০-২১

ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রক দেশব্যাপী করোনাবাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিজনিত কারণে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিন্‌স ভিত্তিক স্কলারশিপ স্কিমের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যথা মুসলিম, শিখ, জৈন, বৌদ্ধিষ্ট, খ্রীষ্টান এবং পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল ছাত্রছাত্রী **Renewal Application** করবেন তাদেরকে সর্বশেষ চূড়ান্ত/বার্ষিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ এর নম্বর কম পেলেও বর্তমান বছর আবেদন করা যাবে। ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই চূড়ান্ত/বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আবেদন করার সময়সীমা আগামী ৩১শে অক্টোবর, ২০২০ ইং পর্যন্ত।

নির্দেশিকাসমূহ

আবেদনকারীদের জন্য

* বহির্রাজ্যে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অনলাইন আবেদনপত্রের পূরণ করা প্রিন্ট কপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিদ্যালয়/কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার স্বাক্ষর ও সীলমোহর সহ **State Level Verification/Recomendation** করার জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে সময়মতো পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
* অনলাইন আবেদন পূরণের বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (**FAQ**) পাওয়া যাবে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের হোমপেজে।

বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/কলেজ/বিদ্যালয়সমূহের জন্য

* যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/কলেজ/বিদ্যালয়সমূহের **KYC Registration** এখনো হয়নি তাদেরকে পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অতিসত্ত্বর **KYC Registration** করেন যাতে ইনস্টিটিউটস্তরে ভেরিফিকেশন এবং ছাত্রছাত্রীদের **Online Application** করতে সমস্যা না হয়।
* ইনস্টিটিউটস্তরে ভেরিফিকেশনের পর ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও শীলমোহর সহ **State Level Verification** ও **Recomendation** করার জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Helpline (Toll Free) 0120-6619540

(সন্তোষ দাস)
অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

ICA/D/746/20

বিজ্ঞপ্তি

Extension of Registarion Date for Tripura Jount Entrance Counselling 2020

Tripura Board of Jount Entrance Examination-এর পক্ষ থেকে TJEE-2020 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, Online Counselling-এর Registration-এর শেষ তারিখ ২৭শে অক্টোবর থেকে ২৯শে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত বাড়ানো হল। যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব-নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Registration করতে পারেনি তারা নিজ-নিজ User Id এবং Password দিয়ে Login করে প্রয়োজনীয় নথি-পত্রাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট (http://tbjee.nic.in)-এ আপলোড করতে পারবে। অন্যথায় ছাত্র-ছাত্রীরা Counselling-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। Choice filling ও Counselling-এর অন্যান্য কর্মসূচির তারিখ ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইট (http://tbjee.nic.in) নিয়মিতভাবে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান

ICA/D/751/20

PNIT NO:-08/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21 date: - 19/10/2020 for Lowering and lifting of submersible pump and motor, Providing and applying of Bleaching powder and Hydrated Lime and other allied works, under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

SI No	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 54/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
2)	DNIT NO. 55/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
3)	DNIT NO. 56/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
4)	DNIT NO. 57/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 2,76,526.00	Rs. 2765.00
5)	DNIT NO. 58/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21	Rs. 4,77,470.00	Rs. 4775.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 07/11/2020 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will he sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C-1941/2020-21

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive ENigin DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/PNIeT/EE/PWD/SBNI/D1V/2020-21
Dated- 21-10-2020

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other Stale PWD up to 3.00 P.M. on 11/11/2020 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNITNo. 18/ DNIeT/EE/SBM/DIVN/2020-21	Rs. 24,26,218.40	Rs.24,262.00	04 (Four) months	Up to 15.00 Hrs on 11.11.2020	At 15.00Hrs on 16.11.2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No-23/ DNIeT/EE/SBM/DIVN/2020-21	Rs.22,69,039.27	Rs.22,690.00	04 (Four) months				
4	DNIT No-24/ DNIeT/EE/SBM/DIVN/2020-21	Rs.23,58,104.25	Rs.23,581.00	04 (Four) months				

For more details kindly visit littps://tripuratenders.gov.in. Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website httos://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@cimail.com.

ICA/C-1944/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B) Sabroom,
South Tripura.

NIeT No 12/EE/WRD-VI/e-tender/2020-21 DL 17-10-2020
The Executive Engineer, W.R Division No-VI,Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders upto 3-00 PM o 10-11-2020 for 5(tive)Nos. Emargeney M1 works under W.R Division No-VI,Kailashahar during the year 2020-21. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr64gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-1938/2020-21

(Er.Sanjay Paul)
Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).

No.F.3 (65)-DDH/G/ 2020-21/1022
Dated, Udaipur, the 20th Oct'2020.

Notice Inviting Tender

On behalf of the government of Tripura undersigned as Dy. Director of Horticulture, Gomati District, Udaipur invite tender for procurement of 3168 nos rooted cutting dragon fruit planting materials for cultivation under MGNREGA during 2020-21 in Gomati District from the Notified licensed nurserymen registered under the "Tripura Horticultural nurseries Regulation Act'2013".

Tender form will be available from Office of the Dy. Director of Horticulture, Gomati district, Udaipur up to 3.00 P.M. of 20/10/2020 in all working days on payment of Rs. 100/- (non refundable), date of dropping up to 3:00 p.m. on 04/11/2020. The details of the tender is available at www.horti.tripura.gov.in

ICA/C-1935/2020-21

Deputy Director of Horticulture
Gomati District, Udaipur

ডেমু স্পেশাল ট্রেনগুলির নতুন নম্বর

ট্রেন নম্বর ০৭৬৮৮/০৭৬৮৭ আগরতলা–সাব্রুম–আগরতলা ডেমু স্পেশাল-এর নতুন নম্বর করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্র নং	বর্তমান ট্রেন নম্বর	চলাচলের দিন	থেকে	পর্যন্ত	সংশোধিত ট্রেন নম্বর	যে তারিখ থেকে কার্যকর
১	০৭৬৮৮	প্রতিদিন	আগরতলা	সাব্রুম	০৭৬৯২	২৭-১০-২০২০
২	০৭৬৮৭	প্রতিদিন	সাব্রুম	আগরতলা	০৭৬৯১	২৭-১০-২০২০

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১,২৪৭ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ১,২৭২

ভুবনেশ্বর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ফের কমল ওড়িশায়। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৪৭ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১৩ জনের প্রাণ। ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২, ৮৩,৯৪২ এবং ১,২৭২।

মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,২৪৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২, ৮৩,৯৪২। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৬,৫১২ এবং ১৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১, ২৭২-এ পৌঁছেছে। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,০০৩ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,৬৬, ১০৫ জন।

মৃদু ভূমিকম্প মধ্যপ্রদেশে, নাগপুরের অদূরে ৩.৩ তীব্রতার কম্পন

ভোপাল ও নাগপুর, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলা। মঙ্গলবার ভোরে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় মধ্যপ্রদেশের সিওনিতে। মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, আতঙ্কে বহু মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৪.১০ মিনিট নাগাদ ৩.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মধ্যপ্রদেশের সিওনিতেঁউ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১৫ কিলোমিটার গভীরে, ২১.৯২ অক্ষাংশ এবং ৭৯.৫০ দ্রাঘিমাংশ। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৩৬,৪৬৯ জন, ভারতে দৈনিক মৃত্যুও নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ নিম্নমুখী ভারতে, কমছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। এযাবৎ ভারতে ৭৯.৪৬-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৯,৪৬,৪২৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। অনেকটাই কমেছে দেশের দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬, ৪৬৯ জন।

মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৯, ৫০২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৬৩,৮৪২ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭২, ০১,০৭০ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৫৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২৭,৮৬০ জন।

বিহারের জনগণ কংগ্রেস-মহাজোটের সঙ্গেই রয়েছে : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বিহারের জনগণ কংগ্রেস-মহাজোটের সঙ্গেই রয়েছে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। ২৮ অক্টোবর (বুধবার) থেকে বিহারে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। একদিন আগেই ভিডিও বার্তায় সোনিয়া গান্ধী জানালেন, নতুন বিহার নির্মাণের জন্য বিহারের জনগণ প্রস্তুত রয়েছে। একইসঙ্গে বিহারের জনগণের কাছে সোনিয়া অনুরোধ করেছেন, "বিহারের জনগণের কাছে আমি অনুরোধ করছি, মহাজোটের প্রার্থীদেরই ভোট দিন এবং নতুন বিহার নির্মাণ করুন।"

মঙ্গলবার ভিডিও বার্তায় কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বলেন, "ক্ষমতা ও অহঙ্কারে ডুবে থাকা বিহারের ক্ষমতাসীন সরকার পথভ্রষ্ট। তাঁরা ভালো কিছু করছেও না, ভালো কিছু বলছেও না। কৃষক ও যুবসমাজ হতাশ। দুর্বল অর্থনীতি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। বিহারের জনগণ কংগ্রেস মহাজোটের সঙ্গেই রয়েছে।" কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী আরও বলেন, "গুণমান, প্রতিভা, শক্তি এবং নির্মাণের ক্ষমতা রয়েছে বিহারের হাতে। কিন্তু বেকারত্ব, মাইগ্রেশন, মুদ্রাস্ফীতি ও অনাহার তাদের কাঁদাচ্ছে। যে কথা মুখে বলা যায় না, সেই কথা অশ্রু দিয়ে বলতে হয়। ভয় ও অপরাধের ভিত্তিতে সরকার গঠন করা যায় না।" সোনিয়া গান্ধী বলেন, "দিল্লি ও বিহারের সরকার বন্দি সরকার, এজন্য বন্দি সরকারের বিরুদ্ধে নতুন বিহার নির্মাণের জন্য বিহারের জনগণ প্রস্তুত রয়েছে। বিহারের জনগণের কাছে আমার অনুরোধ, মহাজোটের প্রার্থীদেরই ভোট দিন এবং নতুন বিহার নির্মাণ করুন।"

করোনা মোকাবিলায় স্বেচ্ছায় পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক ৬০ জন চিকিৎসক ও ১০০ জন নার্সকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে, বিরোধী দলনেতাকে মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছায় পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক ৬০ জন চিকিৎসক এবং ১০০ জন নার্সকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের চিঠির জবাবে এ-কথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, গত ২২ অক্টোবর ত্রিপুরার দুটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ এমবিবিএস বেকার ডাক্তারদের নিয়োগ, তাঁদের সাথে সাক্ষাৎকার ও কোভিড পরিস্থিতিতে পরিষেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

সেই চিঠির জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, ত্রিপুরা সরকার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে দায়বদ্ধ এবং তাকে জনমুখি করতে সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৩১ মাসে রাজ্যের জনগণ তা উপলব্ধি করতে পারছেন। বেকার চিকিৎসকদের বিষয়ে সরকারের ভাবনাচিন্তা রয়েছে। এ বিষয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠার কোনও কারণ নেই। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে ত্রিপুরা সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগের প্রক্রিয়া যে জারি রেখেছে তা সংশ্লিষ্টদের অজানা নয়, বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট আন্তরিক এবং প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির উপর নজর রেখে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার ফলেই অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থায় আসা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত সকলস্তরের কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। পাশাপাশি জনগণের সচেতনতাই এই সময়ের মুখ্য বিষয়।

মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিরোধী দলনেতাকে বলেন, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ এমবিবিএস বেকার চিকিৎসকগণ স্মারকলিপি প্রেরণের আগেই গত মে মাস থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পক্ষে স্বেচ্ছায় পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক চিকিৎসক এবং সেই সঙ্গে নার্সদের কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে অনুসারে ২০ মে থেকে ১২১ জন অ্যালোপ্যাথ, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথ ও ডেন্টাল সার্জনকে স্বেচ্ছা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তখন এমবিবিএস উত্তীর্ণরা সব স্বেচ্ছা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্ত হতে চাননি।

তিনি জানান, দু-দফায় ইচ্ছুক ৬১ জন এমবিবিএস উত্তীর্ণদেরকে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথ ও ডেন্টাল সার্জনদের যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনেই এই নিযুক্তি হয়েছে। সেই সঙ্গে ১০০ জন নার্সকেও যুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর আরও দাবি, অন্যান্য রাজ্যেও এভাবে স্বেচ্ছায় পরিষেবা প্রদানে ইচ্ছুক চিকিৎসক এবং সেই সঙ্গে নার্সদের ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে দুঃসাহকি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ২৭ অক্টোবর।। বিশালগড় নিউ মার্কেটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।চোরের দল পরপর দুটি দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। শারোদৎসব চলাকালে এই চুরির ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।বিশালগড় বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন প্রায় সময়ই বিশালগড় বাজারে এ ধরনের ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনা ঘটতে থাকলেও পুলিশ চোরদের পাকড়াও করতে সক্ষম হচ্ছে না। বিশালগড় বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় লোকজন রা।ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

খোয়াই সীমান্তে গবাদী পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। খোয়াইয়ের সীমান্তবর্তী গ্রাম এলাকায় গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে বাংলাদেশী চোরেরা সীমান্ত দিয়ে এসে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।এ ব্যাপারে খোয়াই থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।আশঙ্কা করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে গরু গুলি বাংলাদেশ নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য খোয়াই সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রায় সময়ই ছয়ের পাতায় দেখুন

গর্ভধারিনী মাকে নির্যাতনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ অক্টোবর।। গর্ভধারিনী মাকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে

ঘটনা বিলোনিয়ার মাইছড়া ঘাঁটি পাড়া এলাকায়, ওই এলাকার বাসিন্দা অঞ্জলি দাস। দীর্ঘ অনেকদিন ধরে নিজের ছেলে রাখাল দাস তাকে নির্যাতন করে আসছে বলে অভিযোগ অঞ্জলি দাসের। ছেলে প্রতিদিন মত্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে মারধর শুরু করে স্ত্রীকে, এই নিয়ে স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে গেছে।পাশাপাশি বাড়িতে থাকা ছেলেকেও নির্যাতন করতে শুরু করে। এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি গর্ভধারিণী মা অঞ্জলি দাস। মা অঞ্জলি দাস এর অভিযোগ ছেলের এই ধরনের কাণ্ড নিয়ে এলাকায় অনেকবার সালিশি সভাও হয়েছিল, কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। কিছুদিন পরপর বাড়ির সদস্যদের ওপর নির্যাতন শুরু করে অভিযুক্ত রাখাল দাস, ,বাবা মৃত রমনী দাস। রাখালদাস পেশায় একজন দিনমজুর যখন যে কাজ পায় তখন সেই কাজই করে। কিন্তু প্রতিদিন কাজ থেকে বাড়ি ফিরে বাড়ির সদস্যদের ওপর নির্যাতন করে বলে অভিযোগ রাখাল দাস এর ভাইয়ের বউয়ের। ঠিক মঙ্গলবার সকালে ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে মা অঞ্জলি দাস এর সাথে ছেলে রাখাল দাস এর কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর মা কে মারধর করে গলা চিপে ধরে অভিযুক্ত রাখাল।এনিয়ে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়, মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া থানার পুলিশ মাইছড়া ঘাটি পাড়া এলাকায় রাখাল দাসের বাড়িতে ছুটে আসে। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই রাখাল দাস গা ঢাকা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে এবং মা অঞ্জলি দাস কে বলে থানায় একটি মামলা করার জন্য ছেলের বিরুদ্ধে।

সরকারী আবাসানের ছাদের পলেস্তার ভেঙে আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। কুমারঘাট এ বিদ্যুত নিগমের আবাসিক এলাকায় ছাদের পলেস্তারা ভেঙে পড়ে একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ছাদের পলেস্তারা ভেঙ্গে পড়ায় মাথায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে।আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কুমারঘাট এ বিদ্যুত নিগমের আবাসিক এলাকার ঘরগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে। আভাস গুলো সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন আবাসিক রা। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই বিদ্যুৎ নি গম কর্তৃপক্ষের।ছাদের পলেস্তারা ভেঙ্গে একজন আহত হওয়ার ঘটনার পর এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে বিদ্যুৎ নিগমের আবাসিক এলাকার ঘরগুলি দ্রুত মেরামত করার জন্য দাবি উঠেছে।

ধূপছড়ায় আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রানির বাজার থানা এলাকার ধুপ ছড়া বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ৫ টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ড বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।গভীর রাতে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ততক্ষণে বাজারের পাঁচটি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুরে ছারখার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রানির বাজার থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ছয়ের পাতায় দেখুন

আগামী বছর আবার হবে...

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,৩১৫, সুস্থতা ৯১.১৪ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ নিম্নমুখী হলেও, তেলেঙ্গানায় ফের বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যা। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, ২,৩২,৬৭১ লক্ষ এবং ১, ৩১৫। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৯১.১৪ শতাংশ।

মঙ্গলবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৫৫৪ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১৩,৪৬৬ জন করোনা-রোগী (৯১.১৪ শতাংশ)। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৭,৮৯০ জন।

বাংলাদেশে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, ঢাকা-খুলনা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় দু"টি মালগাড়ির সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয়ে গেল তিনটি বগি। মঙ্গলবার ভোররাত দু"টো নাগাদ কোটচাঁদপুর সরদার মোড়ে দু"টি মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়, এরপর তিনটি বগি বেলাইন হয়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য খুলনার সঙ্গে ঢাকা ও উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভোররাতে রেল দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেলের কর্তারা। পৌঁছয় দমকল বাহিনীও। পরে বেলাইন হয়ে যাওয়া তিনটি বগি সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। কোটচাঁদপুরের স্টেশন ম্যানেজার গোলাম মোস্তফা জানান, পার্বতীপুর থেকে তেলবাহী ট্রেন ও যশোর নোয়াপাড়া থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করছিল এই রুটে। সিগনাল অমান্য করায় দু"টি মালগাড়ির সংঘর্ষ হয়। তিনটি বগি লাইন থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে বিপুল পরিমাণ ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

করোনার কাছে পরাজয়, প্রয়াত গুজরাটি অভিনেতা নরেশ কনোডিয়া

আহমেদাবাদ, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটি চলচ্চিত্রে একটি যুগের অবসান হয়ে গেল। দাদা মহেশ কনোডিয়ার মৃত্যু-শোকের মধ্যেই চলে গেলে নরেশও। প্রয়াত হলেন গুজরাটি সিনেমার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব, সুপারস্টার নরেশ কনোডিয়া। কোভিড-যুদ্ধে হেরে গেলেন রুপোলি পর্দার এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। মঙ্গলবার সকালে আহমেদাবাদের ইউএন মেহতা ইনস্টিটিউড অফ কার্ডিওজলি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে মৃত্যু হয়েছে নরেশ কোনিডয়ার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। ২০০টিরও বেশি গুজরাটি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। চিকিৎসক আর কে প্যাটেল জানিয়েছেন, করোনা-আক্রান্ত ছিলেন নরেশ কনোডিয়া। বিগত ৪ দিন ধরে তিনি ভেন্টিলেটরে ছিলেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতির ময়দানেও বিরাট সাফল্য পেয়েছিলেন নরেশ। কারজান বিধানসভা আসনে জয় লাভ করে ২০01 থেকে ২007 সাল পর্যন্ত এই এলাকার বিধায়ক ছিলেন নরেশ। শুধু তাই নয়, সংগীত শিল্পী হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন তিনি। দাদা মহেশের সঙ্গে যৌথভাবে 'মহেশ-নরেশ অ্যান্ড পার্টি' নামের একটি অর্কেস্ট্রা চালাতেন তিনি। উল্লেখ্য দু"দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে নরেশ কনোডিয়ার দাদা মহেশ কনোডিয়ারও। রবিবারই দীর্ঘ রোগভোগের পর চলে যান মহেশ। প্যারালিসিসের কারণে গত ৬ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালে ভেলাইন আভেয়া ফুল ছবির সঙ্গে অভিনয় কেরিয়ার শুরু করেছিলেন নরেশ। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। এরপর যোগ সংযোগ, কাংকু নি কিমাত, লাজু লক্ষণ, উনচি মেদিনা উনচা মোল"-এর মতো অজস্র হিট ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন তিনি।

আক্রান্ত মহিলা পুলিশের সাবইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় নির্যাতিতা স্ত্রীর অভিযোগ স্বামীর কাছ থেকে শিশুকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হলো আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে দুজনের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় মামলা গৃহীত হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছেবিটার বন এলাকার পূর্ণিমা খাতুন নামে নির্যাতিতা এক গৃহবধূ আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা এবং তাদের কাছে অভিযোগ করেন তাঁর শিশুকে আটকে রেখেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন রা।স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিনি বাধ্য হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। বারবার বলা সত্ত্বেও শিশুকে তার কাছে দেওয়া হচ্ছে না। শ্বশুরবাড়িতে অবুঝ শিশুকে আটকে রাখা হয়েছে।শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে এনে দেওয়ার জন্য চাইল্ড লাইন এবং মহিলা পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়। সে অনুযায়ী মহিলা পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে।কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পরও অভিযুক্ত স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন রা পুলিশের সঙ্গে কোনো ধরনের সহযোগিতা না করায় চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা মহিলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নির্যাতিতা মহিলাদের বাড়িতে যান। তখন ঐ মহিলার শ্বশুর এবং শাশুড়ি মহিলা থানার পুলিশের ওপর হামলা চালায়। মহিলা পুলিশের পোশাক পর্যন্ত ছিড়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশের কাজে বাধা এবং হামলার ঘটনার বিষয়ে মহিলা থানায় একটি মামলা হয়েছে। আক্রমণকারী অভিযুক্তরা হলো কালাবতী বিবি এবং হাসেন মিয়া। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত নির্যাতিতার গৃহবধূর শ্বশুর এবং শাশুড়ি কে গ্রেপ্তারে সংবাদ নেই। অবুঝ শিশুটিকে ও সেখান থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় এ ধরনের ঘটনার সংবাদে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বনকর বাজারে পাঁচ দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ অক্টোবর।। পুজোর মধ্যেও বন্ধ নেই নিশিকুটুম্বদের হানা, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর রাতে বনকর বাজারে পাঁচটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। ঠিক দশমীর রাতেও আবারো চুরির ঘটনা ঘটলো বিলোনিয়া শহরে। শহরের ব্লাড মাউথ ক্লাবে হানা দিয়ে ক্লাবের ক্যাশ বাক্সের তালা ভেঙ্গে নগদ ২৫০০০ টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। পাশাপাশি একই রাতে বিলোনিয়া শহরের বৈদ্য টিলা অনুকুল ঠাকুরের সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে হানা দিয়ে ঠাকুরের ফটোতে লাগানো চারটি স্বর্ণের তুলসী পাতা এবং প্রণামী বাক্সের টাকা নিয়ে যায় চোরের দল। বিলোনিয়া শহরে বারবার এই চুরির ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আগরতলায় কাসারি পট্টিতে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ অক্টোবর।। বিজয় দশমীর দিন সকালে রাজধানী আগরতলা শহরের কাঁসারি পট্টি এলাকার একটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। একটি দালান বাড়ির অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতল ভবন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে পথচারী এবং স্থানীয় লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা জ্বলে ওঠে।তারা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে এরই মধ্যে দোকানঘর পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। দোকানের মালিক জানিয়েছেন অগ্নিকান্ডে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ঘটনাটি দিনের বেলা না ঘটে রাতের বেলা ঘটলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতো। দিনের বেলা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি দেখতে পান।সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেওয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। দমকল বাহিনীর কর্মীদের কর্মকুশলতা ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় জনগণ।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে না আসলে কাঁসারি পট্টি এলাকায় আরো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যেতে পারতো বলে অনেকেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে ১০.৪৪ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯০.৬২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ১০.৪৪ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১০, ৪৪,২০,৮৯৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০ লক্ষের নীচে (৯.৫৮ লক্ষ) করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ অক্টোবর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৫৮,১১৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১০,৪৪,২০,৮৯৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সুস্থতার সংখ্যা বাড়লেও, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রতিদিনই। ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ১,১৯,৫০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৮৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,২০,১০,৭০ (৯০.৬২ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬,২৫,৮৫৭ জন (৭.৮৮ শতাংশ) করোনা-রোগী।

পম্পেয়ো ও এসপারের সঙ্গে দোভালের বৈঠক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর (হি.স.): আমেরিকার বিদেশসচিব মাইক পম্পেয়ো ও প্রতিরক্ষা সচিব মার্ক টি এসপারের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। মঙ্গলবার সাউথ ব্লকে পম্পেয়ো ও এসপারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন অজিত দোভাল। সূত্রের খবর, গঠনমূলক এই বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সাউথ ব্লকের গঠনমূলক বৈঠকে উভয় পক্ষই সুরক্ষিত, ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।